গবেষণা শিরোনাম

শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা

সহায়তায়

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ওয়েবঃ www.naem.gov.bd

গবেষণা শিরোনাম

শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা

গবেষণা দল

- প্রফেসর ড. ঈশানী চক্রবর্তী, দলনেতা
- মো. সাইফুজ্জামান, সদস্য-১
- মোছাঃ রাবেয়া ফেরদৌস, সদস্য-২

উপদেষ্টা

- ড. আশোক কুমার ঘোষ

আর্থিক সহযোগিতায়

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ওয়েব: www.naem.gov.bd

তারিখ

মে ২৭, ২০২১

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূচিপত্র	3
সারসংক্ষেপ	3
প্রথম অধ্যায়	
১.০. প্রসঙ্গ কথা	০১
১.১. সমস্যার বিবরণ	০১
১.২. গবেষণার প্রয়োজনীয়তা	০২
১.৩. গবেষণার উদ্দেশ্য	০৩
১.৪. সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা	০৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	
২.০ অন্যান্য গবেষণা ও দলিলে কী কী বলা হয়েছে	০৪
তৃতীয় অধ্যায়	
৩.০ গবেষণা পদ্ধতি	০৫
চতুর্থ অধ্যায়	
৪.০ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ চর্চার ক্ষেত্র (domain) এবং এর বিশ্লেষণ কাঠামো	০৮
পঞ্চম অধ্যায়	
৫.০ প্রাপ্ত ফলাফল	১১
৫.১ শ্রেণি এবং বিষয়ভিত্তিক বিষয়বস্তুতে (contents) নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক উপাদান (শিখনফল বা পাঠের উদ্দেশ্য) পর্যালোচনা	১১
৫.১.১/ক. ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা বই (চারুপাঠ)	১১
৫.১.১/খ. সপ্তম শ্রেণির বাংলা বই (সপ্তবর্ণা)	১৩
৫.১.১/গ. অষ্টম শ্রেণির বাংলা বই (সাহিত্য কণিকা)	১৬
৫.১.১/ঘ. নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বই (বাংলা সাহিত্য)	১৯
৫.১.২/ক. ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	২৮
৫.১.২/খ. সপ্তম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	৩২
৫.১.২/গ. অষ্টম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	৩৫
৫.১.২/ঘ. নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	৩৮
৫.১.৩/ক. ষষ্ঠ শ্রেণির (English for Today)	৪৩
৫.১.৩/খ. সপ্তম শ্রেণির (English for Today)	৪৫
৫.১.৩/গ. অষ্টম শ্রেণির (English for Today)	৪৫
৫.১.৩/ঘ. নবম-দশম শ্রেণির (English for Today)	৪৬
৫.২. পাঠের মোট বিষয়বস্তু (contents) এর পরিমাণের মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক বিষয়বস্তুর সংখ্যাভিত্তিক তুলনা	৪৭
৫.২.১. ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বিষয়ের বিষয়বস্তুর তুলনা	৪৭
৫.২.২. ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিষয়বস্তুর তুলনা	৪৮
৫.২.৩. ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির ইংরেজি বিষয়ের বিষয়বস্তুর তুলনা	৪৯
৫.৩. নৈতিক ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে ভূমিকা রাখছে সে বিষয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা শিক্ষাবিদগণের মতামত	৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়
৬.০ মতামত ও সুপারিশ ৫৩
সংযুক্তি-১, ২ ও ৩ এবং গ্রন্থপঞ্জি ৫৬

শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা

ড. ঈশানী চক্রবর্তী *
ড. অশোক কুমার ঘোষ **
মো. সাইফুজ্জামান ***
মোছা. রাবেয়া ফেরদৌস ****

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সমাজে আজ নানা অনিয়ম, খুন, ধর্ষণ, ঘুষ আর ভেজালের ছড়া-ছড়ি। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা শীর্ষক এই গবেষণাটি করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়বস্তুর কোনগুলো এবং কিভাবে শিক্ষার্থীদের এসব গুণাবলি বিকাশে ভূমিকা রাখছে তা অনুসন্ধান করা। সুনির্দিষ্ট এই বিষয়ের উপর দেশে এটিই প্রথম গবেষণা। গবেষণাটি গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় পদ্ধিতির সমন্বয়ে করা হলেও গুণগত দিকেই বেশি ঝোক ছিলো। তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক থেকে। এছাড়াও ঢাকা, যশোর এবং ঝিনাইদহ জেলার মোট ২০ টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিষয় শিক্ষক মিলে মোট ৬০ জন শিক্ষক, ৪ জন শিক্ষাকর্মকর্তা এবং ২ জন শিক্ষা বিশেষজ্ঞের মতামত নেয়া হয়েছে। উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে পাঠ্যপুস্তক পর্যবেক্ষণ চেক লিস্ট, ইন্টারভিউ এর জন্য প্রশ্নপত্র এবং সেমি স্টাকচার প্রশ্নপত্র।

তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্র বা ডোমেইন: এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য নীতি-নৈতিকতা এবং মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক এমন সাতটি (৭) ক্ষেত্র বা ডোমেইন নির্ধারণ করে ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছ। ডোমেইনগুলো হলো: **১. নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ, ২. অপরের জন্য কল্যাণকর কাজ করা এবং অন্যকে একই ধরনের কাজে উদ্বুদ্ধ করা, ৩. পরিবেশ বিষয়ে সচেতন এবং এর সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ করা, ৪. পরমত সহিষ্ণুতা, ৫. মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ, ৬. শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং শিশুর জন্য নিরাপদ সমাজ নির্মাণে যুক্ত এবং ৭. মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ**।

ফলাফল: ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে বাংলা বই এর বিষয়বস্তুগুলোর পাঠের উদ্দেশ্য বিবেচনায় বেশিরভাগ বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক। এখানে মোট পাঠ্য বিষয়বস্তু রয়েছে ১২৪ টি। এর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক বিষয়বস্তু রয়েছে ৬৭ টি। শতাংশ হিসাবে এর পরিমান ৫৪ শতাংশের কিছু বেশি। অন্যদিকে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে এই পাঁচ শ্রেণিতে মোট অধ্যায় রয়েছে ৬০ টি, শিখনফল রয়েছে ৪৫৬ টি এবং এগুলোর মধ্যে নৈতিকতা বিষয়ের সাথে যুক্ত শিখনফল মাত্র ৩৬ টি। শতাংশের হিসাবে এই হার ৭.৪৫। ইংরেজি বিষয়ে পাঁচ শ্রেণিতে মোট ইউনিট ও লেসন রয়েছে ৬৮ টি, শিখনফল রয়েছে ২৭৪ টি এবং এখানে কোনো শিখনফল নেই যা নৈতিকতার সাথে যুক্ত।

শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা এবং জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের মতামত: সমাজের সকল মানুষের নৈতিক স্খলনের ফলে নৈতিক ও মানবিক মানুষ তৈরি হচ্ছে না। তাঁরা মনে করেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষা নামে পৃথক বিষয় পাঠ্য থাকা প্রয়োজন।

গবেষকদলের পক্ষ থেকে যে সুপারিশ:

১. বাংলা বিষয়ের ক্ষেত্রে পাঠের বিষয়বস্তুগুলোর সাথে সমন্বয় করে উদ্দেশ্যগুলো নতুন করে লেখা যেতে পারে।

২. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং ইংরেজি বিষয়ের ক্ষেত্রে শিখনফলগুলো ঘুরিয়ে লেখার সুযোগ রয়েছে। কেননা এখানেও অনেক পাঠ রয়েছে যেগুলো নৈতিকতা বিষয়ের সাথে যুক্ত।

৩. পাঠের উদ্দেশ্য এবং শিখনফল ভিন্ন করে লেখার পাশাপাশি মূল্যায়ন ব্যবস্থায় পরিবর্তন করতে হবে।

৪. যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৫. বিদ্যমান সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলোর মধ্যকার বৈষম্য কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দলনেতা)

** সহযোগী অধ্যাপক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (উপদেষ্টা)

*** ডেপুটি ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর, আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ঢাকা (সদস্য-১)

**** শিক্ষক প্রশিক্ষক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ঢাকা (সদস্য-২)

প্রথম অধ্যায়

১.০. প্রসঙ্গ কথা

নৈতিক ও মানবিক সমাজ বির্নিমাণে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষা ও চর্চার বিকল্প নেই। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের দায় রয়েছে তাঁর নাগরিককে নৈতিক ও মানবিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে। রাষ্ট্রগুলো তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী নাগরিকদের জন্য শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং করছে দেশে দেশে। বাংলাদেশেও নাগরিকদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা, মানবিক গুণাবলির বিকাশ ও চরিত্রগঠন বিষয়ে কতটা গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে? বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যাপিত জীবনে যা প্রত্যক্ষ করছি তাতে মনে হয় না, এই বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়। যদি শিক্ষা ব্যবস্থায় (বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে) শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হতো তাহলে কি সমাজের যে নৈতিক অবক্ষয় দৃশ্যমান হচ্ছে তা হতো? প্রতিদিন পত্রিকা কিংবা টেলিভিশন খুললে ঘুষ, দুর্নীতি, খুন, রাহাজানি, শিশু, নারী নির্যাতনের খবরে ভরে থাকে খবরের পুরাটা অংশ জুড়ে। একটি সমাজের মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ থাকলে সেখানে সমাজ জীবনেও নৈতিকতা ও সদাচরণের দৃষ্টান্ত দৃশ্যমান থাকে। তাই বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে দেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে কি রকম ভূমিকা রাখছে সেই বিষয়টি গবেষণা করে দেখা দরকার।

১.১. সমস্যার বিবরণ

বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য শিক্ষার ধারণা বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা দরকার। শিক্ষা হলো তা, যা ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। তাহলে একথা বলা যায় যে, অভিজ্ঞতার ফলে ব্যক্তির কাঙ্খিত আচরণের পরিবর্তনই শিক্ষা। শিক্ষা বিষয়ে বিশ্বে নানা গুণিজন নানা মত দিয়েছেন। দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন “মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের বিকাশ”। এ বিষয়ে এ্যারিস্টটল বলেছেন “সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হলো শিক্ষা”। অন্যদিকে বাঙালি কবি এবং দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষা বিষয়ে বলেছেন “শিক্ষা হলো তাই যা আমাদের কেবল তথ্যই পরিবেশন করে না; বিশ্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে”। শিক্ষার ধারণা এবং গুণিজনদের কথাগুলোর মধ্যে একটি মৌলিক বিষয়ের ঐক্য রয়েছে; আর তা হলো মানুষের মানবিক, নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশই হলো শিক্ষার মূল কথা।

অন্যদিকে নীতি হলো নিয়ম। একে আবার আইনও বলা যেতে পারে। অন্যদিকে একে সামাজিক প্রথাও বলা যেতে পারে। কিন্তু এখানে নীতি বলতে নীতিবিদ্যায় উল্লেখিত মানব সমাজের ভালো এবং মন্দ আচরণ বিষয়ে যুক্তিসিদ্ধ ধারণা ও নির্দেশনা প্রদানই বোঝায়। এই ইথিকস্ বা নীতিবিদ্যা শব্দের উৎপত্তি মূলতঃ প্রাচীন গ্রীক শব্দ 'ইথিকোস্' থেকে; যার অর্থ অভ্যাস, প্রথা, চরিত্র, জীবনাচার প্রভৃতি। তবে এসব অর্থের সাথে মূল্যবোধের সম্পর্কটিও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এক কথায় আমরা বলতে পারি, নীতিবিদ্যা মানব সমাজের নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের পার্থক্য ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করে।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পূর্ণতা আসে ব্যক্তির নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশ এবং সমাজে এগুলোর চর্চার উপর।

১.২. গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। এই সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের বাৎসরিক উন্নয়ন বাজেট লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। দেশব্যাপী বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম লক্ষণীয়ভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে। কিন্তু প্রায় সময়ই এই সব প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক তছরূপের খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ হতে দেখা যায়। অন্যদিকে প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে একাধিক খুন, জখম, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতনের খবর বিবেকবান মানুষের হৃদয়ে শিহরণ তোলে। বাজারে ফরমালিন মেশানো ছাড়া নিত্যপণ্য (মাছ, ফল-ফলাদি) পাওয়া আজ ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তা আরো পরিষ্কার হয়েছে গত আগস্ট ১২, ২০১৮ সালে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের মাধ্যমে। প্রতিবেদনের শিরোনাম "কোরবানীর বিষাক্ত গরু থেকে সাবধান"। প্রতিবেদনটি বলছে " গরুকে অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মোটাতাজা করে অতি মুনাফা অর্জনের লক্ষে স্টেরয়েড গ্রুপভুক্ত ডাইক্লোফেনাক, ওরাডেক্সন, স্টেরন, ডেক্সাসন, এডাম কোরটান, কোরটিজল, হাইড্রো কোরটিজল ইত্যাদি ঔষুধ এবং অতিরিক্ত ইউরিয়া খাওয়ানো হয়। এসব গরুর মাংস মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।" এছাড়াও বর্তমান সমাজ জীবনে একটি অস্থিরতা ও অসম প্রতিযোগিতা চলছে। বেশিরভাগ মানুষ ছুটছেন ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার লোভে। ফলে নীতি ও নৈতিকতা বারবার মার খাচ্ছে। ব্যবসা ক্ষেত্রে ব্যক্তির নৈতিকতার ধস নেমেছে, শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই চিত্র আজ দৃশ্যমান। নকল, প্রশ্ন ফাঁস, কোচিং বাণিজ্য এসবতো ছিলোই কিন্তু নৈতিকতার অধ:পতন কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তা গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখের দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার একটি খবরের শিরোনাম দেখলেই বোঝা যায়। পত্রিকাটি খবরের শিরোনাম করেছে "প্রশ্ন কিনতে চাঁদা তুলে অভিভাবকদের তহবিল"। এই খবরটিই আমাদের বলে দেয় বাংলাদেশের মানুষের নৈতিক অবস্থান এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? অন্যদিকে সরকারি অফিসের ফাইল নড়ে না স্পিড মানি না দিলে। এমন কথা খোদ সরকারের মন্ত্রীদের মুখ থেকে দেশবাসী জেনেছেন। সরকারি বড় বড় মেগা প্রকল্পের কথাও দেশবাসী জেনেছেন। রূপপুর পরমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বালিশ কেলেংকারি, বিল্ডিং এ রডের পরিবর্তে বাঁশের কাবারীর ব্যবহার, ফরিদপুরের হাসপাতালের দুর্নীতিসহ কতশত অনৈতিক কর্মকান্ডের কথা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব? এই যখন পরিস্থিতি তখন একটি প্রশ্ন কিন্তু এসেই যায়, আর তা হলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আসলে কী করছে? শিক্ষা কি সত্যিকারের নৈতিক ও মানবিক মানুষ তৈরি করতে পারছে না? পারিপার্শ্বিক চিত্র বলছে কোথাও সমস্যা রয়েছে। যদি মানুষ তৈরির কারখানাতে মানবিক ও নৈতিক মানুষ তৈরির চর্চা হতো, তাহলে সমাজের মানুষের নৈতিক অবস্থার এমন চিত্র দেখতে হতো না। অবশ্য আমরা এখনো ঠিক-ঠাক জানি না, মূল সমস্যা কোথায়? তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে যথাযথ উদ্যোগ ও চর্চা থাকলে এমন বিপর্যয় নিশ্চয় হতো না। তাই বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা রয়েছে তা জানার পাশাপাশি একটি নৈতিক ও মানবিক সমাজ বির্নিমাণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন সেটা জানা খুবই জরুরি। আর এ সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে এই গবেষণাটির মাধ্যমে।

১.৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক কোন কোন বিষয়গুলোতে এবং কিভাবে শিক্ষার্থীদের এসব গুণাবলি বিকাশে ভূমিকা রাখছে তা অনুসন্ধান করার লক্ষ্যে এ গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলো গ্রহণ করা হয়েছিল-

- ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইগুলোতে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক বিষয়গুলো চিহ্নিত করা।
- শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে কী কী করণীয় সে বিষয়ে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।

১.৪. সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণাকর্মটির সম্ভাবনার কথা বলতে গেলে প্রথমই বলতে হয় যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই ধরনের গবেষণা বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর এটিই প্রথম গবেষণা। সেই দিক দিয়ে এই গবেষণাটির কাজের সুযোগ এবং সম্ভাবনা অপরিসীম। তাছাড়া বিষয়টি নতুন হিসেবে শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে আরো জোরালো ভূমিকা রাখতে পারবে সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে এই গবেষণাটির। ভবিষ্যতে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলোর পাঠের উদ্দেশ্য এবং শিখনফল লেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই গবেষণাটি এটি গবেষক দল মনে করেন।

অন্যদিকে করোনা মহামারির মধ্যে এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা গবেষক দলের জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং একটি বিষয় ছিলো। করোনা মহামারির কারণে গবেষণা পদ্ধতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে হয়েছে যেমন বিদ্যালয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কনভেনিয়েন্ট বিবেচনায় প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে, এটি একটি বড়ো ধরনের সীমাবদ্ধতা। অন্যদিকে এই করোনা মহামারির কারণে মার্চ ২০২০ থেকে আজ (২৭ মে ২০২১) পর্যন্ত দেশের সকল স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। উল্লেখিত সময়ে মানুষের চলা-ফেরায় ছিলো বিধি নিষেধ। ফলে তথ্য সংগ্রহ করতে গবেষকদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে। এমতাবস্থায় বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং শিক্ষকদের ক্লাস পর্যবেক্ষণ ও শিক্ষার্থীর মতামত জরিপ পরিচালনা করা সম্ভব হয় নি। শিক্ষকদের সাথে এফজিডি'র মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা থাকলেও করোনার কারণে সেই পরিকল্পনা বাদ দিয়ে বিকল্প উপায়ে তথা মোবাইল ফোনে আলাপের মাধমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সরাসরি আলাপের মাধ্যমে বিষয়টি যেভাবে বোঝানো এবং নিজে বোঝা যায় কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আলাপ করা গেলেও অনেক কিছু বোঝানোয় যেমন ঘাটতি থেকে যায় তেমনি বুঝতেও কম বেশি ঘাটতি থেকে যায়। পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করে যে সকল তথ্য-উপাত্ত আমার পেয়েছি সেগুলো শ্রেণিকক্ষে কিভাবে পাঠ পরিচালিত হয় তা পর্যবেক্ষণ করতে না পারা এই গবেষণার একটি অন্যতম সীমাবদ্ধতা বলে আমরা মনে করি। আগামীতে শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণসহ বিস্তৃত পরিসরে এই বিষয় নিয়ে গবেষণার সুযোগ থেকে যাচ্ছে। অ্যাতসব সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমরা গবেষক দল চেষ্টা করেছি প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে গবেষণাকর্মটি যথা সময়ে শেষে করতে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০. অন্যান্য গবেষণা ও দলিলে কী কী বলা হয়েছে

বাংলাদেশে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে কী কী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এই বিষয়টির উপর কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এমন তথ্য এই গবেষকবৃন্দের জানা নেই। তবে গণসাক্ষরতা অভিযান তাদের নিয়মিত গবেষণা কর্ম এডুকেশন ওয়াচ ২০১৭ তে 'বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষায় প্রাণের উজ্জীবন' শিরোনামে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। সেটি মূলত ছিলো বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের নৈতিক গুণাবলি বিকাশে কতটুকু সহায়ক সে বিষয়ের উপর। এ গবেষণায় দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষাকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করার প্রয়োজনিয়তা ফুটে উঠেছে। এখানে বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চার পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া, শিক্ষাক্রম, পাঠ পরিচালনা, মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে। এখানে উল্লেখ্য যে নৈতিক শিক্ষার উপর এটাই বাংলাদেশে প্রথম গবেষণা।

একথা চরম সত্যি যে স্বাধীনতা পরবর্তী বহু বছর অতিক্রান্ত হলেও আজ অবধি দেশের এবং বিশ্বের জন্য যোগ্য মানবিক নাগরিক তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি এদেশে। শিক্ষা কমিশন হয়েছে বেশ কয়েকটি কিন্তু এর একটিরও যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি। সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণীত হয়েছে এবং এটিরও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন এবং সংশয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর উদ্দেশ্য অংশে বলা হয়েছে যে,"***শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা***[১]"। শিক্ষানীতিতে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই শিক্ষানীতির সপ্তম অধ্যায়ে শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের জন্য ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাথমিক থেকে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য (ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী) ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা নামে একটি করে পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হয়। মুসলিমদের জন্য ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, হিন্দুদের জন্য হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, খ্রিষ্টানদের জন্য খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং বৌদ্ধদের জন্য বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা নামের বইটি পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতি শিক্ষার জন্য শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ পরিচালনার ব্যবস্থা থাকার পরও কী যথেষ্ট পরিমাণ নীতিবান ও মানবিক নাগরিক তৈরি হচ্ছে? যদি সত্যি সত্যিই নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি শ্রেণিকক্ষগুলোতে যথাযথভাবে পাঠ সম্পন্ন করা হতো তাহলে সমাজে এবং পরিবারে নীতি বর্জিত কর্মকান্ডের যে মহা উৎসব চলছে তা নিশ্চয় হতো না বা অনৈতিকতা মহামারি আকারে সমাজ তথা দেশকে গ্রাস করতে পারতো না। সমাজের এমন কোন ক্ষেত্র আছে কি যেখানে অনৈতিকতা নেই? ব্যবসা ক্ষেত্রে ভেজালে ভরা, অফিস আদালতে ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না, ব্যাংকের টাকা লোপাট হচ্ছে ইচ্ছেমত, শেয়ারবাজার কালোবাজারীর দখলে, স্বাস্থ্যখাত দুর্নীতি মুক্ত নয়, শিক্ষায় বাণিজ্য ও নকলের ছড়াছড়ি, ভূমি ও বিআরটিএ অফিস দালালে ভরা। সত্যি কথা বলতে সরকারি এবং বেসরকারি এমন অফিস খুঁজে পাওয়া ভার যেখানে দুর্নীতি ও অনৈতিক কাজ হয় না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি নৈতিক ও মানবিক মানুষ তৈরি করতে পারতো তা হলে সমাজের চিত্র এমন হতো না।

[১]জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, অধ্যায় ১

তাহলে প্রশ্ন এসে যায় শ্রেণিকক্ষে নৈতিক শিক্ষা পাঠ হওয়া সত্ত্বেও কেন সমাজে নৈতিক ও মানবিক মানুষের অভাব দেখা দিয়েছে? শ্রেণিভিত্তিক পাঠ মূল্যায়নেতো কেউ অকৃতকার্য হচ্ছেন না। তাহলে সমস্যা কোথায়? এ প্রসঙ্গে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এবং অচ্যুত নাথ অধিকারী তাঁদের যুগ্মভাবে লেখা "টিচার ম্যানুয়াল" বইটিতে বলেছেন- "শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাকেই ধর্ম্মশিক্ষা সাহায্যে পূর্ণতা দান করা প্রয়োজন[২]"। মানুষের চরিত্রগঠন কিভাবে সম্ভব সেটা আলোচনা করতে গিয়ে লেখকদ্বয় উল্লেখ করেন যে, "মানব প্রেম-সকল ধর্ম্মের প্রধান স্তম্ভ। স্রষ্টার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে সৃষ্টের প্রতি ভালোবাসা স্বভাবতই জন্মে। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস আসিলে পাপের প্রতি ভীতি ও পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ জন্মে। উহার ফলে ধর্ম্মে অনুরাগ ও চরিত্র গঠিত হয়[৩]"।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশী ইসলামিক কমিউনিটি (নাবিক) এর যৌথ উদ্যোগে 'সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই)' নামে একটি সংগঠন বেসরকারি পর্যায়ে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছে গত ২০১৮ সাল থেকে। সিইই নৈতিকতা বিষয়টাকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করছে। যে যে বিষয়ে সিইই সেশন পরিচালনা করে সেগুলো হলো: শিক্ষা ও নৈতিকতা, প্রকৃতি, পরিবেশ ও নৈতিকতা, স্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, ব্যবসায় ও নৈতিকতা, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও নৈতিকতা ইত্যাদি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ''সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়" জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে ২০১২ সালে। এর প্রধান লক্ষ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। 'রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা, যাতে নাগরিকগণ চরিত্রনিষ্ঠ হয়, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা পায়'। এই কৌশলপত্রে মূলত রাষ্ট্রীয় এবং অরাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠান কিভাবে তাদের প্রতিদিনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্নীতিমুক্ত থাকবে এবং সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ গবেষণা পদ্ধতি

৩.১ গবেষণার প্রকৃতি

এই গবেষণাকর্মটি গুণগত এবং পরিমানগত উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে পরিচালনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্যগুলোর আলোকে উভয় কৌশলেই প্রাথমিক এবং সেকেন্ডারী তথ্যভান্ডার থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে সেগুলো বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রধানত দুই ভাগে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এই গবেষণাটির জন্য।

প্রথমত: সেকেন্ডারী উৎস তথা নির্ধারিত শ্রেণির নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে সেগুলো পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক তথা ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইসমূহ থেকে এই গবেষণার জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা চেক লিস্ট নামে একটি উপকরণ ব্যবহার হরা হয়েছে।

[২]টিচার ম্যানুয়াল, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র:) এবং অচ্যুতনাথ অধিকারী, প্রথম প্রকাশ ১৯১৫, পৃষ্ঠা ২০০-২০১

[৩] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২০৩

দ্বিতীয়ত: বিদ্যালয়গুলোতে উপস্থিত হয়ে গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য ভান্ডার থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করার কথা ছিলো কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্ব আজ থমকে আছে। গত ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে আজ (২৭ মে ২০২১) পর্যন্ত দেশের সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়গুলোতে উপস্থিত হয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব ছিলো আমাদের পক্ষে। আমরা অল্প কিছু ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সহায়তায় বিদ্যালয় থেকে প্রয়োজনমতো তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছি।

৩.২. গবেষণাটির তথ্যভান্ডার

দুই ধরনের তথ্যভান্ডার থেকে গবেষণাটির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলো হলো-

সেকেন্ডারী তথ্যভান্ডার এবং প্রাথমিক তথ্যভান্ডার।

সেকেন্ডারী তথ্যভান্ডার হিসেবে যে সকল তথ্যের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো হলো- ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যবই, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০, এডুকেশন ওয়াচ ২০১৭ 'বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষায় প্রাণের উজ্জীবন' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন।

প্রাথমিক তথ্যভান্ডার হিসেবে যে সকল তথ্যের উৎস থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো হলো- গবেষণাটির জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা এবং শিক্ষাবিদ।

৩.৩. এ গবেষণাটির জন্য যে সব উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার চার্ট

ক্রমিক	তথ্যের উৎস	পরিমাণ	নির্বাচন প্রক্রিয়া
০১	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২০ টি	বাংলাদেশের ঢাকা সিটি থেকে ২টি এবং খুলনা সিটি থেকে ২টি সহ উভয় বিভাগের মোট চারটি জেলা থেকে দৈবচয়ন এর ভিত্তিতে মোট ২০ টি বিদ্যালয় নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করার পরিকল্পনা ছিলো কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারির চলমান বাস্তবতায় সেটি অনুসরণ করা সম্ভব হয় নি আমাদের পক্ষে। বর্তমান প্রেক্ষিতে পরিচিতি ও সহজলভ্যতা বিবেচনা করে কনভেনিয়েন্ট টেকনিক অনুসরণ করে ঢাকা এবং খুলনা বিভাগের যশোর এবং ঝিনাইদহ জেলা থেকে ২০ টি বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে এবং সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
০২	শিক্ষক		
	বাংলা	২০ জন	নির্বাচিত প্রত্যেক বিদ্যালয় থেকে একজন করে বাংলার শিক্ষকের নিকট থেকে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	২০ জন	নির্বাচিত প্রত্যেক বিদ্যালয় থেকে একজন করে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষকের নিকট থেকে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
	ইংরেজি	২০ জন	নির্বাচিত প্রত্যেক বিদ্যালয় থেকে একজন করে ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকের নিকট থেকে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

০৩	শিক্ষা কর্মকর্তা	৪ জন	নির্বাচিত জেলার জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করার কথা ছিলো কিন্তু করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় বিদ্যালয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসায় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পরিবর্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ৪ জন শিক্ষা কর্মকর্তার মতামত নেয়া হয়েছে।
০৪	শিক্ষাবিদ	২ জন	জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি আছে এমন দুইজন শিক্ষাবিদের নিকট থেকে মতামত নেয়া হয়েছে এই গবেষণাকর্মটির জন্য।

৩.৪. তথ্য সংগ্রহরে উপকরণ

যে কোনো গবষণার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের উপকরণ নির্বাচন ও তৈরি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ গবেষকের জন্য। সম্পাদিত এই গবেষণাটির জন্য আমরা পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় প্রকার তথ্য সংগ্রহের উপকরণ ব্যবহার করার কথা ছিলো কিন্তু করোনা মহামারির কারণে কিছুটা পরিবর্তন আনতে হয়েছে গবেষণা পদ্ধতিতে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা প্রধানত গুণগত তথ্য সংগ্রহের উপকরণ ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। গুণগত তথ্যের জন্য এফজিডি গাইড লাইন অনুসরণ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের জন্য সেমি স্টাকচার প্রশ্নপত্র ব্যবহার করেছি। পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে চেকলিস্ট ব্যবহার করেছি। কোন উপকরণ কোন ধরনের তথ্য এবং কার নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সেই বিষয়ক একটি চার্ট নিচেই দেওয়া হলো

ক্রমিক	**উপকরণ**	**তথ্যের উৎস**	**তথ্যের ধরণ**
০১	এফজিডি গাইড লাইন (প্রশ্নমালা)	প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক	গুণগত
০২	সেমি স্টাকচার প্রশ্নপত্র	শিক্ষা কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞ	গুণগত
০৩	সেকেন্ডারী উৎস (পাঠ্যপুস্তক) পর্যালোচনা চেকলিস্ট	ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির (বাংলা, ইংরেজি ও বাংলাদেশ এবং বিশ্বপরিচয়) পাঠ্যবই	গুণগত এবং পরিমাণগত

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ চর্চার ক্ষেত্রসমূহ (domain) এবং বিশ্লেষণ কাঠামো

ইংরেজি এথিক্স আর বাংলা নীতিবিদ্যা শব্দটি এসেছে মূলত প্রাচীন গ্রিক শব্দ ইথিকোস থেকে যার অর্থ অভ্যাস, প্রথা, চরিত্র, জীবনাচার প্রভৃতি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মানব সমাজের ভালো এবং মন্দ আচরণ বিষয়ে যুক্তিসিদ্ধ ধারণা এবং নির্দেশনা প্রদানই নীতিবিদ্যার মূল লক্ষ্য। নৈতিকতার বিষয়টি একটি বহুমাত্রিক বিমূর্ত ধারণা। একজনের কাছে যা ভালো বা নৈতিক অপরের কাছে তা নৈতিক বা ভালো নাও হতে পারে। একটি সমাজের মানুষের জীবনাচারের সাথে অপর একটি সমাজের মানুষের আচরণ, প্রথার মিল নাও থাকতে পারে। যেমন বাঙালি সমাজের জীবনাচার ও প্রথার সাথে জার্মান জাতির জীবনাচার ও প্রথার বিস্তর ফারাক লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রে এথিক্স বা নীতিবিদ্যার মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত পথ। কেননা নীতিবিদ্যা মানব সমাজের ভালো ও মন্দ আচরণ বিষয়ে আলোচনা করে থাকে। সঠিক-বেঠিক, ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, সুবিচার-অপরাধ প্রভৃতি বিষয়কে বিশ্লেষণ ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে নীতিবিদ্যা এসব সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে চায়।

অন্যদিকে সাধারণ অর্থে মানবিক গুণাবলি বলতে আমরা ব্যক্তির ভালো অভ্যাস ও আচরণকে বুঝে থাকি। অর্থাৎ সৃষ্টিকুলের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণি হিসেবে মানুষের সেই সব আচরণ ও গুণাবলিকে বুঝিয়ে থাকে যে গুলো অপর মানুষ ও সৃষ্টির জন্য সকল সময়ে কল্যাণকর হয়ে থাকে। যেমন সামাজিক জীব হিসেবে একজন মানুষ অপর মানুষের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, অকারণে কোনো পশুপাখিকে আঘাত করবেন না, নিজে কখনো প্রকৃতির অনিষ্ট করবেন না আবার কেউ ক্ষতি করতে উদ্বত হলে তাকে থামাবার চেষ্টা করে ইত্যাদি। মানুষ হিসেবে অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন, পরমত সহিষ্ণু, উপকারী এবং বিপদে মানুষের কল্যাণকর কাজে উদ্যোগী গুণাবলি সম্পন্ন মানুষই মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন মানুষ বলে বিবেচনা করা হয়েছে এই গবেষণায়। এ গবেষণাটির তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১. নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ: নৈতিক ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণের জন্য একজন মানুষের মধ্যে এই গুণাবলি থাকা আবশ্যক। নিজের ভালো মন্দের পাশাপাশি সমাজের অপরাপর মানুষ এবং জীবের কল্যাণে যিনি কাজ করবেন তিনিইতো নৈতিক ও মানবিক মানুষ। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, সুবিচার-অপরাধ প্রভৃতি বিষয়গুলো এই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণের সময় দেখার চেষ্টা করেছি যে বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ হয়ে উঠতে পাঠ্যপুস্তকগুলোতে (বাংলা, ইংরেজি এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়) কোন ধরনের বিষয় যুক্ত করা হয়েছে।

২. অপরের জন্য কল্যাণকর কাজ করা এবং অন্যকে একই ধরনের কাজে উদ্বুদ্ধ করা: বাংলায় একটা কথা আছে যে, 'গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন, নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন'। মানুষের জন্য কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ তা জানলেই সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত হয় না। সমাজের কল্যাণের জন্য নিজে সেই ভালো কাজটি করতে হয় এবং অপরাপর ব্যক্তিকে সেই কাজের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত হয়। এই ক্ষেত্রটির মাধমে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের কতটুকু সমাজের ও অপরাপর ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর কাজে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. পরিবেশ বিষয়ে সচেতন এবং এর সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ করা: আমরা জানি যে প্রকৃতি ও পরিবেশ সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রকৃতি না বাঁচলে মানুষ বাঁচবে না। তাই প্রকৃতি বিষয়ে সচেতনতার পাশাপাশি তা সুরক্ষায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের কিভাবে যুক্ত রাখার ব্যবস্থা রয়েছে তা চিহ্নিত করা।

৪. পরমত সহিষ্ণুতা: এটি একটি ভালো গুণ। এই গুণের কারণে সমাজে শৃঙ্খলার পাশাপাশি শান্তি স্থাপিত হয়। আবার এই গুণের অভাবে সমাজে, পরিবারে কিংবা দেশে অশান্তি ও অরাজকতার জন্ম হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের যাপিত জীবনে পরমত সহিষ্ণুতার বিষয়টি কিভাবে চর্চা করছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই ক্ষেত্রটির দ্বারা।

৫. মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ: বর্তমান সমাজ জীবনে মানুষে মানুষে যে বৈষম্য ও ভেদাভেদ বিরাজমান তা সমাজের স্থায়ী কল্যাণের পথে বড় বাধা। নারী-পুরুষে, সাদা-কালো, ধনি-গরিব, সাক্ষর-নিরক্ষর, সবল-দুর্বল প্রভৃতি স্তরে আজ বৈষম্য বিরাজমান। বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ছাড়া সমৃদ্ধ সমাজ কল্পনা করা সম্ভব নয়। আজকের শিক্ষার্থী আগামী দিনের সমাজপতি। তাই ছাত্র অবস্থায় বৈষম্যহীন ও ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিজেকে যুক্ত করার বিকল্প নেই। এই গবেষণায় আমরা এই ক্ষেত্রটির মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করেছি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনে কিভাবে যুক্ত রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৬. শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং শিশুর জন্য নিরাপদ সমাজ নির্মাণে যুক্ত: সমসাময়িককালে শিশু নির্যাতন যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে শুভবৃদ্ধির মানুষেরা উদ্বিগ্ন। সহনশীলতা একটি মানবিক গুণ। এটা প্রতিদিন ব্যক্তি জীবনে চর্চার মাধমে নিজের সহনশীলতার মাত্রা বৃদ্ধি করতে হয়। একইভাবে শিশুদের প্রতি সহনশীলতার মাত্রাও বৃদ্ধি করা যায়। এখানে ব্যক্তি নিজে যদি শিশুদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করেন তাহলেই হবে না। ব্যক্তিকে শিশুর সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমরা এই ক্ষেত্রটির মাধ্যমে বিচার করার চেষ্টা করেছি আমাদের দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিশু সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণে কিভাবে যুক্ত করা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৭. মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ: সমাজের জন্য টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি সামষ্টিক উগ্যোগ গ্রহণ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শিক্ষার্থী নিজে মানবিক বিষয়গুলো চর্চার পাশাপাশি পরিবারে এবং সমাজের অপরাপর সদস্যদের যৌথ উদ্যোগে ভালো কিছু করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কিভাবে যুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে তা পর্যালোচনা করার জন্য এই ক্ষেত্রটি নির্বাচন করা হয়েছ।

মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহে (বাংলা, ইংরেজি এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়) শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে কিভাবে সহায়তা করছে সেই বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য এই গবেষণায় উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি শিক্ষকগণ কিভাবে শিক্ষার্থীদের মানবিকগুণাবলি বিকাশে তাদেরকে (শিক্ষার্থীদেরকে) উদ্বুদ্ধ করছেন এবং দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো চর্চায় যুক্ত করছেন সে বিষয়টিও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করার সময় নির্দিষ্ট বিষয়ের নির্ধারিত পাঠের উদ্দেশ্য এবং শিখনফল এর সাথে এই গবেষণায় ব্যবহৃত ডোমেইন বা ক্ষেত্রগুলোর সাথে সমন্বয় করে ফলাফল তৈরি করেছি। এ ক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন আর তা হলো নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি পাঠটি পরীক্ষায় পাসের বিষয় নয়; এগুলো অর্জন এবং ব্যক্তি জীবনে পালনের বিষয়। তাই আমরা ফলাফল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে পাঠের উদ্দেশ্য এবং শিখনফলগুলোর মধ্য থেকে সেইগুলোকেই বিবেচনায় নিয়েছি, যেগুলো শিক্ষার্থীদের দৃশ্যমান আচরণ পরিবর্তন তথা ব্যবহারিক জীবনে পালনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। অন্যদিকে পাঠের বিষয়টির সাথে নৈতিক ও মানবিক বিষয়টা যুক্ত থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সেটিকে বিবেচনা নেওয়া হয়নি। কেননা সেই পাঠের উদ্দেশ্য বা সেই শিখনফলটি মুখস্তবিদ্যা নির্ভর যা পরীক্ষায় ব্যবহার ছাড়া এর ব্যবহারিক কোনো প্রয়োগের সম্ভাবনা নেই।

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০. প্রাপ্ত ফলাফল

এ গবেষণাটির ফলাফল যে বিন্যাসে প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ।

৫.১. শ্রেণি এবং বিষয়ভিত্তিক বিষয়বস্তুতে (contents) নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক উপাদান (শিখনফল বা পাঠের উদ্দেশ্য) পর্যালোচনা;

৫.২. পাঠের মোট বিষয়বস্তু (contents) এর পরিমাণের মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক বিষয়বস্তুর সংখ্যাভিত্তিক তুলনা;

৫.৩. নৈতিক ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে ভূমিকা রাখছে সে বিষয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদগণের মতামত।

৫.১. শ্রেণিএবং বিষয় ভিত্তিক বিষয়বস্তুতে (contents) নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক উপাদান (শিখনফল বা পাঠের উদ্দেশ্য) পর্যালোচনা

৫.১.১/ক. ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা বই (চারুপাঠ)

ক্রমিক	ধরন	শিরোনাম	পাঠের উদ্দেশ্য/ শিখনফল	নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ক্ষেত্র কিংবা না
০১	গদ্য	সততার পুরস্কার	সততা, পরোপকার ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন	ক্ষেত্র ১:‘নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
০২	গদ্য	মিনু	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করা	ক্ষেত্র ৫: ‘মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
০৩	গদ্য	নীল নদ আর পিরামিডের দেশ	শিক্ষার্থীদের ভ্রমণে আগ্রহী করে তোলা এবং অন্য দেশের ইতিহাস সংস্কৃতি সম্পর্কে জানানো	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
০৪	গদ্য	তোলপাড়	মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করা	ক্ষেত্র ৭: ‘মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
০৫	গদ্য	আকাশ	বিজ্ঞানচেতনা জাগ্রত করা	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
০৬	গদ্য	মাদার তেরেসা	নারী ও নারীর কর্মের প্রতি শ্রদ্ধবোধ জাগিয়ে তোলা, গরিব ও দু:খী মানুষের সেবার প্রতি আগ্রহী করে	ক্ষেত্র ২: অপরের জন্য কল্যাণকর কাজ করা এবং অন্যকে একই ধরনের কাজে

			তোলা	উদ্বুদ্ধ করা’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
০৭	গদ্য	কত দিকে কত কারিগর	বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও লোক-সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশজ সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করা	ক্ষেত্র ৪: ‘পরমত সহিষ্ণুতা’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
০৮	গদ্য	কত কাল ধরে	দেশ ও জাতির ইতিহাস ও জীবনযাত্রার ধারাবাহিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানানো	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
০৯	কবিতা	জন্মভূমি	মাতৃভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা	ক্ষেত্র ৭: ‘মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১০	কবিতা	সুখ	আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া	ক্ষেত্র ২: অপরের জন্য কল্যাণকর কাজ করা এবং অন্যকে একই ধরনের কাজে উদ্বুদ্ধ করা’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১১	কবিতা	মানুষ জাতি	জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সংবেদনশীলতা ও সমমর্যাদার মনোভাব সৃষ্টি	ক্ষেত্র ৪: ‘পরমত সহিষ্ণুতা’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১২	কবিতা	ঝিঙে ফুল	পরিবেশ-চেতনা অর্জন ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি	ক্ষেত্র ৩: ‘পরিবেশ বিষয়ে সচেতন এবং এর সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৩	কবিতা	আসমানি	মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সামাজিক দায়বোধ জাগ্রত করা	ক্ষেত্র ২: অপরের জন্য কল্যাণকর কাজ করা এবং অন্যকে একই ধরনের কাজে উদ্বুদ্ধ করা’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৪	কবিতা	মুজিব	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ভালোবাসার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম এবং মহৎপ্রাণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা	ক্ষেত্র ৭: ‘মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৫	কবিতা	বাঁচতে দাও	প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরা	ক্ষেত্র ৩: ‘পরিবেশ বিষয়ে সচেতন এবং এর সুরক্ষায়

				উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৬	কবিতা	পাখির কাছে ফুলের কাছে	শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিসর্গপ্রীতি জাগ্রত করা	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
১৭	কবিতা	ফাগুন মাস	বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে মাতৃভাষা ও দেশপ্রেমবোধে উদ্বুদ্ধ করা	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক

ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা বই 'চারুপাঠ' এর গদ্য এবং কবিতার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা শেষে দেখা যাচ্ছে যে, মোট ১৭ টি পাঠ্য রয়েছে এর মধ্যে ১৩ টি পাঠ রয়েছে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক পাঠ। এই পাঠ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা এই গবেষণায় যে সব ডোমইেন বা ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছি তার আলোকে উপরের ছকটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

৫.১.১/খ. সপ্তম শ্রেণির বাংলা বই (সপ্তবর্ণা)

ক্রমিক	ধরন	শিরোনাম	পাঠের উদ্দেশ্য/ শিখনফল	নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ক্ষেত্র কিংবা না
০১	গদ্য	কাবুলিওলা	বাংলা ভাষার সাধু রীতির সাহিত্য পাঠে অনুপ্রাণিত করা	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
০২	গদ্য	লখার একুশে	ভাষা-আন্দোলনের চেতনায় শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
০৩	গদ্য	মরু-ভাস্কর	মহামানবের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা	ক্ষেত্র ১:'নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
০৪	গদ্য	শব্দ থেকে কবিতা	শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল হতে অনুপ্রাণিত করা	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
০৫	গদ্য	পাখি	প্রাণিদের প্রতি শিক্ষার্থীদের মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলা	ক্ষেত্র ৩: 'পরিবেশ বিষয়ে সচেতন এবং এর সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে

				সহায়ক
০৬	গদ্য	পিতৃপুরুষের গল্প	শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ, জাতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করা	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
০৭	গদ্য	ছবির রং	ঋতুভেদে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করে তোলা	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
০৮	গদ্য	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	নারীর কর্ম জগতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা	ক্ষেত্র ৫: ‘মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
০৯	নাটক	সেই ছেলেটি	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (শারীরিক ও মানসিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত) শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি	ক্ষেত্র ৫: ‘মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১০	গদ্য	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা	বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
১১	কবিতা	নতুন দেশ	শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসা, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা জাগ্রত করা	*এই গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলো বিকাশে সহায়ক নয়*
১২	কবিতা	কুলি- মজুর	বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা	ক্ষেত্র ৫: ‘মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৩	কবিতা	আমার বাড়ি	শিক্ষার্থীদের সৌজন্য, শিষ্টাচার ও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা	ক্ষেত্র ১:‘নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৪	কবিতা	শোন একটি মুজিবরের থেকে	শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
১৫	কবিতা	সবার আমি ছাত্র	শিক্ষার্থীদের সততা ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা	ক্ষেত্র ১:‘নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী

				মানুষ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৬	কবিতা	শ্রাবণে	শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ে আকৃষ্ট করে তোলা	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
১৭	কবিতা	গরবিনী মা-জননী	শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বদেশ চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে	ক্ষেত্র ৭: ‘মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৮	কবিতা	সাম্য	ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার বোধ সৃষ্টি করা	ক্ষেত্র ৫: ‘মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৯	কবিতা	মেলা	শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী-পুরুষের সমতার চেতনা জাগ্রত করা	ক্ষেত্র ৫: ‘মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
২০	কবিতা	এই অক্ষরে	মাতৃভাষার প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ জাগ্রত করা	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*

সপ্তম শ্রেণির বাংলা বই এ গদ্য ও কবিতা মিলে মোট ২০ টি পাঠ্য রয়েছে। এই গবেষণায় ব্যবহৃত ডোমেইন বা ক্ষেত্রগুলোর আলোকে পাঠ্যগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে এর মধ্যে ১০ টি পাঠ্য সরাসারি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। যা উপরে ছকে দেখানো হয়েছে।

৫.১.১/গ. অষ্টম শ্রেণির বাংলা বই (সাহিত্য কণিকা)

ক্রমিক	ধরন	শিরোনাম	পাঠের উদ্দেশ্য/ শিখনফল	নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ক্ষেত্র কিংবা না
০১	গদ্য	অতিথির স্মৃতি	এ গল্প পড়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হবে।	ক্ষেত্র ৩: ‘পরিবেশ বিষয়ে সচেতন এবং এর সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
০২	গদ্য	ভাব ও কাজ	এই প্রবন্ধ পাঠ করে শিক্ষার্থীরা মহৎ	ক্ষেত্র ১:‘নৈতিকতা ও

			কাজের জন্য অনুপ্রাণিত হবে	মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
০৩	গদ্য	পড়ে পাওয়া	এই গল্প পাঠের মাধমে শিক্ষার্থীর মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতা ও নৈতিক চেতনার সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে নিজের জীবনের এর প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবে	ক্ষেত্র ১:'নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
০৪	গদ্য	তৈলচিত্রের ভূত	গল্পটি পড়ে শিক্ষার্থীরা ভূতে বিশ্বাস বিষয়ে ভয়মুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত ও সচেতন হবে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
০৫	গদ্য	এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	শিক্ষার্থীরা রচনাটি পাঠ করলে স্বাধীন বাঙালি জাতি ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রাম, অবদান এবং বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন সাধনার কথা জানতে পারবে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে	ক্ষেত্র ৭: 'মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
০৬	গদ্য	আমাদের লোকশিল্প	এই প্রবন্ধটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্প ও লোক-ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবে।	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
০৭	নাটক	সুখী মানুষ	এ নাটিকা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করবে যে, অন্যায় ও অনৈতিকভাবে উপার্জিত অর্থ-বিত্তই মানুষের অশান্তির মূল কারণ। বরং সৎ পথে নিজ পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করলেই জীবনে শান্তি মেলে। সুতরাং নীতিহীন পথে সম্পদ উপার্জনের পথ পরিহার করাই উত্তম	ক্ষেত্র ১:'নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
০৮	গদ্য	শিল্পকলার নানা দিক	রচনাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মনে সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি হবে। চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি সম্পর্কে তারা আগ্রহী হবে। তারা নতুন কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হবে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*

০৯	গদ্য	মংডুর পথে	রচনাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা প্রতিবেশি একটি দেশের অর্থনীতি, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির রূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। ওই দেশ সম্পর্কে তাদের মনে আগ্রহ ও ভালোবাসা সঞ্চারিত হবে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
১০	গদ্য	বাংলা নববর্ষ	এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব সম্পর্কে ধারণা পাবে। এছাড়া তারা পাহাড়িদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান সম্পর্কেও জানবে।	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
১১	গদ্য	বাংলা ভাষার জন্মকথা	রচনাটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার জন্মকথা জানতে পারবে। বাংলা ভাষা যে সাধারণ মানুষের কথ্যভাষা সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে এবং মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তাদের মমত্ববোধ জাগবে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
১২	কবিতা	মানবধর্ম	এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে সক্ষম হবে যে, ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই বড়। তারা জাত-পাত বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বা মিথ্যে গর্ব করা থেকে বিরত থাকবে	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৩	কবিতা	বঙ্গভূমির প্রতি	এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে স্বদেশের প্রতি শিক্ষার্থীর মনে শ্রদ্ধা ও বিনয়ভাব জেগে উঠবে।	ক্ষেত্র ৭: 'মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৪	কবিতা	দুই বিঘা জমি	এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা শোষক শ্রেণির নিষ্ঠুর শোষণ ও গরিবের দুর্দশা সম্পর্কে জানতে পারবে। গরিবেব প্রতি তারা সহানুভূতিশীল হবে	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৫	কবিতা	পাছে লোকে কিছু বলে	এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নিঃসংকোচ চিত্তে জীবনপথে পরিচালিত হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। কে কী বলল তা ভেবে নিজেকে গুটিয়ে রাখার প্রবনতা থেকে তারা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
১৬	কবিতা	প্রার্থনা	এ কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা স্রষ্টার মহিমা সম্পর্কে জানার পাশাপাশি তারা	ক্ষেত্র ১:'নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী

			স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং সৎ ও সুন্দর জীবন গঠনে তৎপর হবে	মানুষ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৭	কবিতা	বাবুরের মহত্ত্ব	কবিতাটি পাঠ করার মাধ্যমে সম্রাট বাবুরের মহানুভবতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবে। তারা মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে	ক্ষেত্র ৫: ‘মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৮	কবিতা	নারী	কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। মানব সভ্যতায় নারীর অবদান যে পুরুষের চেয়ে নয় তা জেনে নারীর অধিকারের প্রতি সচেতন হবে	ক্ষেত্র ৫: ‘মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৯	কবিতা	আবার আসিব ফিরে	কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে। তাদের মনে নিজের দেশের প্রতি মমত্ববোধের জাগরণ ঘটবে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
২০	কবিতা	রূপাই	এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারবে। তারা গ্রামীণ সৌন্দর্য সম্পর্কেও অবহিত হবে। সর্বোপরি শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির পটভূমিতে গ্রামীণ কৃষকের শৈল্পিক রূপ অনুধাবনও করতে পারবে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
২১	কবিতা	নদীর স্বপ্ন	এই কবিতাটি পাঠ করার কারণে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তির প্রসার ঘটবে। প্রকৃতি ও দেশের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। ভাইবোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক তৈরি হবে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
২২	কবিতা	জাগো তবে অরণ্য কন্যারা	এ কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতি জগতের প্রতি সহানভূতিশীল হবে। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগে আগ্রহী হবে এবং প্রকৃতির ঐশ্বর্য রক্ষায় সচেতন হবে	ক্ষেত্র ৩: ‘পরিবেশ বিষয়ে সচেতন এবং এর সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
২৩	কবিতা	প্রার্থী	এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মনে অবহেলিত, বঞ্চিত ও দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি মমতা সৃষ্টি হবে। অন্নহীন, বস্ত্রহীন ও আশ্রয়হীন মানুষের দুর্দশায় তারা ব্যথিত হবে	ক্ষেত্র ২: অপরের জন্য কল্যাণকর কাজ করা এবং অন্যকে একই ধরনের কাজে উদ্বুদ্ধ করা’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক

২৪	কবিতা	একুশের গান	এই কবিতাটি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শহিদের রক্তের ঋণ শোধ করার জন্য সব ধরনের অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে	ক্ষেত্র ৫: ‘মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক

অষ্টম শ্রেণির বাংলা বই এর পাঠ্যগুলি এই গবেষণায় ব্যবহৃত ডোমেইন বা ক্ষেত্রের আলোকে পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে এখানে মোট ২৪ টি পাঠের মধ্যে বেশিরভাগ তথা ১৪ টি পাঠ্য শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক।

৫.১.১/ঘ. নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বই (বাংলা সাহিত্য)

ক্রমিক	**ধরন**	**শিরোনাম**	**পাঠের উদ্দেশ্য/ শিখনফল**	**নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ক্ষেত্র কিংবা না**
০১	গদ্য	প্রত্যুপকার	বস্তুত এ রচনায় দুজন মহৎ ব্যক্তির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, তাদের একজন নিঃস্বার্থ উপকারী, অন্যজন সকৃতজ্ঞ প্রত্যুপকারী। শিক্ষর্থীদের মাঝে মহৎ ও মানবিক গুণাবিল বিকাশের জন্য এই পাঠটি যুক্ত করা হয়েছে	ক্ষেত্র ১:‘নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
০২	গদ্য	ফুলের বিবাহ	মূলত ‘ফুলের বিবাহ’ গদ্যটি শিক্ষার্থীদের কৌতুহলী ও পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
০৩	গদ্য	সুভা	এ গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে সমাজে বিকশিত শিশুর প্রতি মমত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে ভূমিকা রাখবে	ক্ষেত্র ৬: ‘শিশুর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং শিশুর জন্য নিরাপদ সমাজ নির্মাণে যুক্ত’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
০৪	গদ্য	লাইব্রেরি	শিক্ষার্থীদের বই পাঠে আগ্রহী এবং জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ দেবার লক্ষে এ পাঠটি যুক্ত করা হয়েছে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
০৫	গদ্য	দেনাপাওনা	যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভিন্ন মত গড়ে তুলতে গল্পটি সহায়ক	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে*

				সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়
০৬	গদ্য	বই পড়া	জাতির মানসিক বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে বই পাঠ অপরিহার্য, তাই শিক্ষার্থীদের বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে এই পাঠটি যুক্ত করা হয়েছে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
০৭	গদ্য	অভাগীর স্বর্গ	এ গল্প জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে মানবিক হওয়ার শিক্ষা দেয়	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
০৮	গদ্য	নিরীহ বাঙালি	এ পাঠটি আমাদের ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি মনোযোগী হবার শিক্ষা দেয়	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
০৯	গদ্য	পল্লিসাহিত্য	প্রবন্ধটি আবহমান কালের বাঙালি, বাংলাদেশ, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সকলকে সচেতন হতে উৎসাহিত করে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
১০	গদ্য	উদ্যম ও পরিশ্রম	প্রবন্ধটির মূল শিক্ষা এই যে, উদ্যম ও পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করা যায়; অন্যের অনুগ্রহ নয়, বরং নিজের পরিশ্রম ও কাজের সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জীবনের প্রকৃত সফলতা	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
১১	গদ্য	জীবনে শিল্পের স্থান	এ পাঠটি সৌন্দর্যবোধে উদ্বুদ্ধ হবার শিক্ষা দেয়	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
১২	গদ্য	আম-আঁটির ভেঁপু	এ গল্প শিশু কিশোরকে প্রকৃতিমুখী হওয়ার প্রেরণা জোগায়	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
১৩	গদ্য	মানুষ মুহাম্মদ (স.)	হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মানবিক গুণাবলি উপস্থাপনের মাধ্যমে এ প্রবন্ধ আমাদের নৈতিক, সৎ ও মানবিক হবার	ক্ষেত্র ১:'নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে

			শিক্ষা দেয়	সহায়ক
১৪	গদ্য	নিমগাছ	'নিমগাছ' গল্পটির নিমগাছ প্রতীকের সূত্রে বনফুল নারীর অপরিসীম আত্মত্যাগ, মানবিক মর্যাদা, পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেছেন	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
১৫	গদ্য	উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন	এ প্রবন্ধ শ্রেণি, ধর্ম, জাতি ও সমাজভেদমুক্ত বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৬	গদ্য	শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব	এ প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধের সম্পর্ক চিহ্নিত করেছেন। জ্ঞান ও অন্তরের মুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিকে মনুষ্যত্ববোধে উন্নীত হওয়ার শিক্ষা দেয় এ পাঠটি	ক্ষেত্র ১:'নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
১৭	গদ্য	লাইব্রেরি	প্রবন্ধটি বইপাঠে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী করে তোলে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
১৮	গদ্য	প্রবাস বন্ধু	'প্রবাস বন্ধু' গল্পটি আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে; একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জীবন ও জগৎ, সমাজ, সংস্কৃতিকে ভাবতে শেখায়	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
১৯	গদ্য	মমতাদি	'মমতাদি' গল্পটি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, সামাজিক শ্রেণি মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে না; যে কোনো পেশার যে কোনো মানুষকে দেখতে হবে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার দৃষ্টিতে	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
২০	গদ্য	রহমানের মা	মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে	ক্ষেত্র ৭: 'মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
২১	গদ্য	পয়লা বৈশাখ	'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধটি বাংলাদেশের উৎসব ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা দেবার	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ

			পাশাপাশি ধর্ম ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ঐক্যবোধে মিলিত হবার শিক্ষা দেয়	প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
২২	গদ্য	বনমানুষ	'বনমানুষ' গল্পটি সংকীর্ণ ধর্ম-পরিচয়মুক্ত মানবিক বোধসম্পন্ন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে সহায়তা করে	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
২৩	গদ্য	একাত্তরের দিনগুলি	মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এ পাঠটি	ক্ষেত্র ৭: 'মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
২৪	নাটক	স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা	নাটকটি স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেয়	ক্ষেত্র ৭: 'মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
২৫	গদ্য	বাঁধ	অন্ধবিশ্বাস নয়, যুক্তি, বুদ্ধি ও কৌশল দিয়েই মূলত প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে হয় 'বাঁধ' গল্পটি এ শিক্ষা দেয়	ক্ষেত্র ৭: 'মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
২৬	গদ্য	আমাদের সংস্কৃতি	এ প্রবন্ধ আমাদের বাঙালির ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি, মানবিকতাবোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বিদ্রোহী ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে	ক্ষেত্র ৭: 'মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
২৭	গদ্য	সাহিত্যের রূপ ও রীতি	প্রবন্ধটি মূলত বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যের আলোকে সাহিত্যের রূপ, রীতি ও বৈচিত্র সম্পর্কে ধারণা দেয়, যা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য পাঠে আমাদের উৎসাহিত করে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
২৮	গদ্য	বাংলা শব্দ	'বাংলা শব্দ' প্রবন্ধটি মূলত বাংলা শব্দের উৎস ও বিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা দেবার পাশাপাশি ভাষাসচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
২৯	গদ্য	রক্তে ভেজা একুশ	'রক্তে ভেজা একুশ' গল্পটি ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে*

			ধরার পাশাপাশি আমাদের ভাষা আন্দোলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে	*এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৩০	গদ্য	নিয়তি	'নিয়তি' গল্পটি মূলত প্রাণির প্রতি সংবেদনশীল ও সহানুভূতিপ্রবণ হওয়ার শিক্ষা দেয়; কেননা প্রকৃতির এই বিশাল জগতে মানুষ, বৃক্ষ ও প্রাণি সবাই পরস্পর নির্ভরশীল	ক্ষেত্র ৩: 'পরিবেশ বিষয়ে সচেতন এবং এর সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
৩১	গদ্য	তথ্য প্রযুক্তি	'তথ্য প্রযুক্তি' প্রবন্ধটি আমাদের তথ্য ও প্রযুক্তিগতভাবে প্রশিক্ষিত হওয়ার ধারণা দেয়	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৩২	কবিতা	বন্দনা	শ্রদ্ধাবোধ ও কৃতজ্ঞতা মনুষ্যত্বের প্রধান ধর্ম। এ কবিতায় তা প্রকাশিত হয়েছে	ক্ষেত্র ১:'নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
৩৩	কবিতা	হামদ	কবিতাংশে স্রষ্টার খেয়াল ও বিধি অনুযায়ীই যে সৃষ্টিজগত ও মানবভাগ্য নির্ধারণ হয়েছে তারই আলোকপাত বিধৃত হয়েছে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৩৪	কবিতা	বঙ্গবাণী	এ কবিতায় মাতৃভাষার প্রতি প্রেম ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
৩৫	কবিতা	কপোতাক্ষ নদ	দেশমাতৃকার প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এ কবিতায় তাই ধরা পড়েছে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৩৬	কবিতা	জীবন-সঙ্গীত	নেতিবাচকতা পরিহারপূর্বক মহামানবের পদচিহ্ন অনুসরণ করে জীবনপাঠের দীক্ষা গ্রহণের কথা কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে	ক্ষেত্র ১:'নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
৩৭	কবিতা	প্রাণ	জীবনে নেতিবাচকতা পরিহারপূর্বক মহামানবের পদচিহ্ন অনুসরণ করে জীবনপাঠের দীক্ষা গ্রহণের কথা কবিতাটিতে উচ্চকিত হয়েছে	ক্ষেত্র ১:'নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক

৩৮	কবিতা	জুতা-আবিষ্কার	সাধারণ সমস্যার সমাধান সাধারণ বুদ্ধিতেই করতে হয়। জটিলভাবে করতে গেলে বিড়ম্বনাই বাড়ে। সাধারণের দ্বারাও অসাধারণ কৃত্য সম্পাদিত হতে পারে এ কথা কবিতাতে বলা হয়েছে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৩৯	কবিতা	অন্ধবধূ	কবিতাটিতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতা সংবেদনশীল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
৪০	কবিতা	ঝরনার গান	কবিতাটিতে প্রকৃতির রূপ বিশেষ করে ঝরনার ধ্বনিমাধুর্য ও বর্ণবৈভব ফুঠে উঠেছে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষাণয় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৪১	কবিতা	ছায়াবাজি	চটুল ভাব পন্ডশ্রমের ভিতরেও যে জীবনের গভীর সত্য এ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৪২	কবিতা	জীবন বিনিময়	সন্তানের প্রতি পিতার অপরিসীম ভালোবাসা ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৪৩	কবিতা	আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে	মানবসত্তার চিরন্তন উল্লাস ও জীবনমুখীনতা প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৪৪	কবিতা	মানুষ	মানুষের থেকে বড় কিছু হতে পারে না। মূলত এখানে মানুষের জয়গান করা হয়েছে	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
৪৫	কবিতা	উমর ফারুক	মহৎ প্রাণ ও আদর্শ মানব চরিত্র অর্জনের জন্য উমর ফারুককে কবি উদাহরণ হিসেবে এ্ কবিতায় উপস্থাপন করেছেন	ক্ষেত্র ১:'নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
৪৬	কবিতা	সেইদিন এই	প্রকৃতপক্ষে মানুষের মুত্যু আছে কিন্তু এ	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের*

		মাঠ	জগতে সৌন্দর্যের মৃত্যু নেই, মানুষের স্বপ্নেরও মৃত্যু নেই	*নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৪৭	কবিতা	পল্লিজননী	সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার এক অমর কাহিনী এ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৪৮	কবিতা	একটি কাফি	কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মতাই প্রকাশ পেয়েছে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৪৯	কবিতা	আমার দেশ	কবিতায় চিরায়ত বাংলার জন-জীবন ও প্রকৃতির ছবি তুলে ধরা হয়েছে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৫০	কবিতা	আশা	কবিতাটিতে গণমানুষের প্রতি একাত্মতা, মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের সুগভীর সংবেদনা প্রতিফলিত হয়েছে	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
৫১	কবিতা	বৃষ্টি	মানব জীবনে বৃষ্টির প্রয়োজন অপরিসীম। বৃষ্টি আসে প্রাণ নিয়ে। বৃষ্টি শুধু বৃষ্টি নয়, এর সাথে জন-জীবনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৫২	কবিতা	আমি কোনো আগন্তক নই	জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের আজীবনের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক কখনো পুরনো হয় না। তার বেড়ে ওঠা, ধানক্ষেত, নদীর পাড়, প্রতিবেশি, ঘরের বাসন, খোলা আকাশ এর সাথে সম্পর্ক কখোনো শেষ হয় না। এটাই প্রকাশ পেয়েছে একবিতায়	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৫৩	কবিতা	মে-দিনের কবিতা	শোষক-নির্যাতক-অত্যাচারীর হাত থেকে মানুষকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম প্রয়োজন। কবি এখানে সকলকে মানবের মুক্তির সংগ্রামে যোগ দিতে আহবান করেছেন	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক

৫৪	কবিতা	পোস্টার	সভ্যতা গড়ে উঠেছে শ্রমজীবী মানুষের শ্রমে। তাই শ্রমজীবী মেহনতি সাধারণ মানুষের সাথে মিশে গেলেই জীবনের প্রকৃত আনন্দ পাওয়া সম্ভব। এটাই মুক্তির মৌল সত্য	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
৫৫	কবিতা	রানার	শ্রমজীবী মানুষ রানারদের নিয়ে কবিতাটি লেখা। মানুষ হিসেবে তারা কতটা মহৎ তা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। মূলত রানারদের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান এবং শ্রদ্ধা জাগ্রত করার জন্য এ পাঠটি যুক্ত করা হয়েছে	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
৫৬	কবিতা	তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা	বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে সব শ্রেণি পেশার অজস্র ত্যাগ রয়েছে। সেই ত্যাগের কথা এখানে ফুটে উঠেছে। কবিতাটি মুক্তিযুদ্ধের অনবদ্য সাহিত্যিক দলিল	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৫৭	কবিতা	অবাক সূর্যোদয়	পাপ ও পশুত্বকে পরাজিত করে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠায় কিশোরদের আহবান করা হয়েছে এই কবিতায়	ক্ষেত্র ১:'নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
৫৮	কবিতা	আমার পরিচয়	স্বাধীন বাংলাদেশের রয়েছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস। চর্যাপদ থেকে শুরু করে নানা সংগ্রাম ও বিদ্রোহের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে সেই কথাই কবি এখানে বর্ণনা করেছেন। মূলত বাঙালির শেকড়ের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করানো হয়েছে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৫৯	কবিতা	বোশেখ	বৈশাখ মাসের রূপ বৈচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন এ কবিতায়। দেখা যায় যে বৈশাখের রুদ্রঝড়ে বেশি ক্ষতি হয় গরিব দুখী মানুষের কিন্তু ধনীদের তেমন ক্ষতি করতে পারেনা বৈশাখ। তাই কবি শ্রমজীবী মানুষের শ্রমে গড়ে ওঠা অট্টালিকাকে ধ্বংসের মাধ্যমে অত্যাচারির অবসান কামনা করেছেন	ক্ষেত্র ৭: 'মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
৬০	কবিতা	চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া	চুনিয়া বিশ্বাস করে মানুষ মারণাস্ত্র ফেলে হিংসা দ্বেষ ভুলে পরস্পর সৎ প্রতিবেশি হবে। মনাবতার পক্ষে দাড়ানোই হচ্ছে মানবসভ্যতার মূল কথা	ক্ষেত্র ৭: 'মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ'

				ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক
৬১	কবিতা	স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো	কবিতাটির মূলভাব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের প্রেরণা-সমৃদ্ধ	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৬২	কবিতা	সাহসী জননী বাংলা	বাংলাদেশের আজকের অবস্থানে আসতে পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ পথ ও সংগ্রাম। বীর বাঙালি বারবার সংগ্রাম করে তবেই আজ স্বাধীন হয়েছে। মূলত বাঙালির বীরত্বগাথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে	*এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়*
৬৩	কবিতা	মিছিল	একটি শ্রেণিহীন সমাজ বিনির্মাণের জন্য মিছিলে যোগ দিতে আহবান করেছেন কবি কেননা এই ক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এ মিছিল ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তুরের গণ-অভ্যুত্থান, মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের প্রেরণা যোগাবে	ক্ষেত্র ৭: ‘মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক

এখানে দেখা যাচ্ছে যে নবম-দশম শ্রেণিতে মোট ৬৩ টি গদ্য ও কবিতা রয়েছে এর মধ্যে পাঠের উদ্দেশ্য বিবেচনায় ৩০ টি পাঠ শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের সাথে যুক্ত। এখানে উল্লেখ্য যে আমরা এই গবেষণাটি জন্য নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করার জন্য মোট ৭ টি ক্ষেত্র বা (domain) নির্ধারণ করেছি। এই কবিতা ও গদ্যগুলো সেই আলোকে বিচার করে এই ভাগে ফেলা হয়েছে।

৫.১.২/ক. ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ক্রমিক	অধ্যায়	শিরোনাম	শিখন ফলের সংখ্যা	শুধু নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের সাথে যুক্ত শিখনফল	নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ক্ষেত্র কিংবা না
০১	প্রথম	বাংলাদেশের ইতিহাস	৮ টি		*এই ৮ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০২	দ্বিতীয়	বাংলাদেশ ও বিশ্বসভ্যতা	৫ টি		*এই ৫ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক*

					নয়
০৩	তৃতীয়	বিশ্ব- ভৌগলিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ	৪ টি		*এই ৪ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০৪	চতুর্থ	বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি	৪ টি		*এই ৪ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০৫	পঞ্চম	বাংলাদেশের সমাজ	৬ টি		*এই ৬ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০৬	ষষ্ঠ	বাংলাদেশের সংস্কৃতি	৫ টি	• ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব এবং নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করতে পারব	ক্ষেত্র ৪: ‘পরমত সহিষ্ণুতা’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ৫ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
০৭	সপ্তম	বাংলাদেশের অর্থনীতি	৮ টি		*এই ৮ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০৮	অষ্টম	বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক	৭ টি	• দেশের উন্নয়নে নাগরিকের সক্রিয় ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করব	ক্ষেত্র ৭: ‘মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ’ ক্ষেত্রটি

					বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ৭ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
০৯	নবম	বাংলাদেশের পরিবেশ	৬ টি	• বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব	ক্ষেত্র ৩: 'পরিবেশ বিষয়ে সচেতন এবং এর সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ৬ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
১০	দশম	বাংলাদেশে শিশু অধিকার	৩ টি		*এই ৩ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
১১	একাদশ	বাংলাদেশে শিশুর বেড়ে ওঠা ও প্রতিবন্ধকতা	৯ টি	• শ্রমজীবী শিশুর প্রতি আমাদের মনোভাব কী হওয়া উচিত তা বর্ণনা করতে পারব • সামাজিকীকরণের মাধ্যমে মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি রপ্ত করে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে যোগ্যতা অর্জন করব	ক্ষেত্র ৬: 'শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং শিশুর জন্য নিরাপদ সমাজ নির্মাণে যুক্ত' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ৯ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ২ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি*

					বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)
১২	দ্বাদশ	বাংলাদেশ ও আঞ্চলিক সহযোগিতা	৪ টি	• পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হব	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ৪ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
১৩	ত্রয়োদশ	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	৪ টি		*এই ৪ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
মোট শিখনফল			৭৩ টি	৬ টি	

এখানে পাঠ্যপুস্তকে দেয়া শিখনফলগুলো এই গবেষণায় ব্যবহৃত ডোমেইন বা ক্ষেত্রের আলোকে বিচার করে দেখা গেছে যে ষষ্ঠ শ্রেণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইতে মোট ৭৩ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ৬ টি শিখনফল রয়েছে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক।

৫.১.২/খ. সপ্তম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ক্রমিক	অধ্যায়	শিরোনাম	শিখন ফলের সংখ্যা	শুধু নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের সাথে যুক্ত শিখনফল	নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ক্ষেত্র কিংবা না
০১	প্রথম	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম	৯		*এই ৯ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০২	দ্বিতীয়	বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য	৫		*এই ৫ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি*

					বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়
০৩	তৃতীয়	পরিবারে শিশুর বেড়ে ওঠা	৫	• মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি রপ্ত করে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের যোগ্যতা অর্জন করব এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণে উদ্বুদ্ধ হব	ক্ষেত্র ১:‘নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ৫ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
০৪	চতুর্থ	বাংলাদেশের অর্থনীতি	১২		*এই ১২ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০৫	পঞ্চম	বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক	৪	• বাংলাদেশে সুনাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো বর্ণনা করতে পারব এবং প্রতিবন্ধকতাগুলো দূরীকরণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব	ক্ষেত্র ৭: ‘মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ৪ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
০৬	ষষ্ঠ	বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা	৯		*এই ৯ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০৭	সপ্তম	বাংলাদেশের জলবায়ু	৫		*এই ৫টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও*

					মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়
০৮	অষ্টম	বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি	৭		*এই ৭ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০৯	নবম	বাংলাদেশে প্রবীণ ব্যক্তি ও নারী অধিকার	৮		*এই ৮ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
১০	দশম	বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা	৮		*এই ৮ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
১১	একাদশ	এশিয়ার কয়েকটি দেশ	৫		*এই ৫ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
১২	দ্বাদশ	বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	৭		*এই ৭ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
১৩	ত্রয়োদশ	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	৪		*এই ৪ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক*

					নয়
			৮৮ টি	২ টি	

এখানে আমরা পাঠ্যপুস্তকে দেয়া শিখনফলগুলো এই গবেষণায় ব্যবহৃত ডোমেইন বা ক্ষেত্রের আলোকে বিচার করেছি। এতে দেখা গেছে যে সপ্তম শ্রেণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইতে মোট ৮৮ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ২ টি শিখনফল রয়েছে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক।

৫.১.২/গ. অষ্টম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পর্যালোচনা

ক্রমিক	অধ্যায়	শিরোনাম	শিখন ফলের সংখ্যা	নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের সাথে যুক্ত শিখনফল	নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ক্ষেত্র কিংবা না
০১	প্রথম	ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম	১২ টি		*এই ১২ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০২	দ্বিতীয়	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	১৪ টি	• দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উজ্জীবিত হব	ক্ষেত্র ১:‘নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ১৪ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
০৩	তৃতীয়	বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন	৮ টি		*এই ৮ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০৪	চতুর্থ	ঔপনিবেশিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য	১১ টি	• প্রত্নস্থান ও প্রত্নসম্পদের প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে এবং এসব সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হব	ক্ষেত্র ৩: ‘পরিবেশ বিষয়ে সচেতন এবং এর সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ১১ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক*

					নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)
০৫	পঞ্চম	সামাজিকীকরণ ও উন্নয়ন	৫ টি	• মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি রপ্ত করে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের যোগ্যতা অর্জন করব এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণে উদ্বুদ্ধ হব	ক্ষেত্র ৭: 'মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ৫ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
০৬	ষষ্ঠ	বাংলাদেশের অর্থনীতি	৮ টি		*এই ৮ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০৭	সপ্তম	বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা	৬ টি	• বাংলাদেশের সরকার পরিচালনায় সুশাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সুশাসনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে পারব	ক্ষেত্র ৭: 'মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ৬ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
০৮	অষ্টম	বাংলাদেশের জলবায়ু ও দুর্যোগ মোকাবিলা	৯ টি	• প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগে করণীয়, জীবন ও জীবিকা রক্ষায় উপযোগী পদক্ষেপের পরামর্শসহ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারব • পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হব	ক্ষেত্র ৩: 'পরিবেশ বিষয়ে সচেতন এবং এর সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ৯ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ২ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
০৯	নবম	বাংলাদেশের	৫ টি		*এই ৫ টি শিখনফল*

		জনসংখ্যা ও উন্নয়ন			*শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
১০	দশম	বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা	৭ টি	• সমাজ জীবনে কিশোর অপরাধ ও মাদকাসক্তির প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হব এবং এসব সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজব এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণে উদ্বুদ্ধ হব	ক্ষেত্র ৭: 'মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ৭ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
১১	একাদশ	বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী	৫ টি	• বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন, গারো নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করব	ক্ষেত্র ৭: 'মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ৫ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
১২	দ্বাদশ	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ	৬ টি	• জীববৈচিত্র ও প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এগুলো সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করব	ক্ষেত্র ৩: 'পরিবেশ বিষয়ে সচেতন এবং এর সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ৬ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
১৩	ত্রয়োদশ	বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা	৫ টি	• আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ হব	ক্ষেত্র ৭: 'মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক

					এই অধ্যায়ে মোট ৫ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)
১৪	চতুর্দশ	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	৪ টি		*এই ৪ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
		মোট শিখনফল	১০৫টি	১০ টি	

এখানে আমরা পাঠ্যপুস্তকে দেয়া শিখনফলগুলো এই গবেষণায় ব্যবহৃত ডোমেইন বা ক্ষেত্রের আলোকে বিচার করে দেখেছি যে, অষ্টম শ্রেণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইতে মোট ১০৫ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১০ টি শিখনফল রয়েছে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক।

৫.১.২/ঘ. নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ক্রমিক	**অধ্যায়**	**শিরোনাম**	**শিখন ফলের সংখ্যা**	**নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের সাথে যুক্ত শিখনফল**	**নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ক্ষেত্র কিংবা না**
০১	প্রথম	পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.)	১৬ টি	• নিজ ও অপরের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারব	ক্ষেত্র ৪: ‘পরমত সহিষ্ণুতা’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহয়ক *এই অধ্যায়ে মোট ১৬ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
০২	দ্বিতীয়	স্বাধীন বাংলাদেশ	১৬ টি	• দেশের প্রতি ভালোবাসা, গণতন্ত্র এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করব	ক্ষেত্র ৭: ‘মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ’ ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ১৬ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*

০৩	তৃতীয়	সৌরজগৎ ও ভূমন্ডল	১৮ টি		*এই ১৮ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০৪	চতুর্থ	বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু	১৪ টি	• পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হব • জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সচেতন হব এবং অভিযোজনে সক্ষমতা লাভ করব • ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করব	ক্ষেত্র ৩: 'পরিবেশ বিষয়ে সচেতন এবং এর সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক ক্ষেত্র ২: 'অপরের জন্য কল্যাণকর কাজ করা এবং অন্যকে একই ধরনের কাজে উদ্বুদ্ধ করা' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ১৪ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ৩ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
০৫	পঞ্চম	বাংলাদেশের নদ-নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১৩ টি	• প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সচেতন হব	ক্ষেত্র ৩: 'পরিবেশ বিষয়ে সচেতন এবং এর সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ১৩ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
০৬	ষষ্ঠ	রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন	৯ টি	• নাগরিক হিসেব নিজ দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হব	ক্ষেত্র ৭: 'মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ৯ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*

০৭	সপ্তম	বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যবস্থা	১১ টি		*এই ১১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০৮	অষ্টম	বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন	১০ টি	• গণতন্ত্র, রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন সম্পর্কে অবগত হয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে আগ্রহী হব	ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ১০ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
০৯	নবম	জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ	৫ টি	• বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের কার্যক্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব	ক্ষেত্র ৪: 'পরমত সহিষ্ণুতা' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ৫ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
১০	দশম	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	৬ টি		*এই ৬ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
১১	একাদশ	জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	৭ টি	• সম্পদ সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে সচেতন হব	ক্ষেত্র ৭: 'মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ৭ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
১২	দ্বাদশ	অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ ও	১১ টি		*এই ১১ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের*

		বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি			*ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
১৩	ত্রয়োদশ	বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা	৮ টি		*এই ৮ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
১৪	চতুর্দশ	বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ	১২ টি	• পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ ভূমিকা পালনে সচেতন হব • ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যমে সমাজে ভূমিকা রাখতে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ হব	ক্ষেত্র ২: 'অপরের জন্য কল্যাণকর কাজ করা এবং অন্যকে একই ধরনের কাজে উদ্বুদ্ধ করা' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক ক্ষত্র ১:'নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ১২ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ২ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
১৫	পঞ্চদশ	বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন	৭ টি		*এই ৭ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
১৬	ষোড়শ	বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও এর প্রতিকার	২৭ টি	• দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারব এবং আদর্শ জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হব • নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতন হব	ক্ষত্র ১:'নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চায় উদ্যোগী মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক ক্ষেত্র ৫: 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মানুষ' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক ক্ষেত্র ২: 'অপরের জন্য কল্যাণকর কাজ করা এবং অন্যকে একই ধরনের

				• এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতন হব এবং আক্রান্ত রোগী সেবায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসব • দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্ঘটনা বিষয়ে সচেতন হব	কাজে উদ্বুদ্ধ করা' ক্ষেত্রটি বিকাশে সহায়ক *এই অধ্যায়ে মোট ২৭ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ৪ টি শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক আর বাকিগুলো সহায়ক নয় (এই গবেষণায় উল্লিখিত ক্ষেত্র অনুসারে)*
		মোট শিখনফল	১৯০টি	১৬ টি	

এখানে আমরা পাঠ্যপুস্তকে দেয়া শিখনফলগুলো এই গবেষণায় ব্যবহৃত ডোমেইন বা ক্ষেত্রের আলোকে বিচার করে দেখেছি যে, নবম-দশম শ্রেণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইতে মোট ১৯০ টি শিখনফলের মধ্যে মাত্র ১৬ টি শিখনফল রয়েছে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক।

৫.১.৩/ক. ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরেজি (ENGLISH FOR TODAY Class Six)

ক্রমিক	ইউনিট/লেসন	শিরোনাম	শিখনফলের সংখ্যা	নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের সাথে যুক্ত শিখনফল	নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ক্ষেত্র কিংবা না
০১	L- 1	Going to a new schoo	৩ টি		*ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরেজি বই মোট ৩৫ লেসনে ১১০ টি শিখনফল রয়েছে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০২	L- 2	Congratulations! Well done!	৩ টি		
০৩	L-3	At a railway station	২ টি		
০৪	L-4	Where are you from?	৩ টি		
০৫	L-5	Thanks for your work	৫ টি		

০৬	L-6	It smells good!	২ টি		
০৭	L-7	Holdings Hands	৩ টি		
০৮	L-8	Grocery shopping	৪ টি		
০৯	L-9	Health is wealth	৪ টি		
১০	L-10	Remedies: modern and traditional	৫ টি		
১১	L-11	Are you listening? -1	৪ টি		
১২	L-12	Son of the soil	৪ টি		
১৩	L-13	Mujib in school days	৪ টি		
১৪	L-14	An unseen beauty of Bangladesh	৩ টি		
১৫	L-15	Our pride	৪ টি		
১৬	L-16	The lion's mane	২ টি		
১৭	L-17	An old people's home	৩ টি		
১৮	L-18	Boats sail on the river	৩ টি		
১৯	L-19	Are you listening?-2	৬ টি		
২০	L-20	Make your snacks	২ টি		
২১	L-21	Stop, look and listen	২ টি		
২২	L-22	Hason Raja: The mystic bard of Bangladesh	৩ টি		
২৩	L-23	Wonders of the world-1	২ টি		
২৪	L-24	Wonders of the world-2	২ টি		
২৫	L-25	We live in a global village	৩ টি		
২৬	L-26	Our wage earners	৩ টি		
২৭	L-27	The concert for	৩ টি		

		Bangladesh			
২৮	L-28	Buying clothes	২ টি		
২৯	L-29	Andre	৩ টি		
৩০	L-30	Are you listening?-3	৩ টি		
৩১	L-31	Taking a test	২ টি		
৩২	L-32	What should we do?	৪ টি		
৩৩	L-33	Too much of too little water	২ টি		
৩৪	L-34	An invitation for Robin	৪ টি		
৩৫	L-35	The garden	৩ টি		
		মোট শিখনফল	১১০ টি		

৫.১.৩/খ. সপ্তম শ্রেণির ইংরেজি (ENGLISH FOR TODAY Class Seven)

ক্রমিক	ইউনিট/লেসন	শিরোনাম	শিখন ফলের সংখ্যা	নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের সাথে যুক্ত শিখনফল	নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ক্ষেত্র কিংবা না
০১	U- 1	Attention, Please	৩ টি		*সপ্তম শ্রেণির ইংরেজি বই মোট ৯ টি ইউনিটে ৪৫ টি শিখনফল রয়েছে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০২	U- 2	My Study Guide	২ টি		
০৩	U-3	What are Friends for?	৫ টি		
০৪	U-4	People Who Make a Difference	৭ টি		
০৫	U-5	Great Women to Remember	৬ টি		
০৬	U-6	Leisure	৬ টি		

০৭	U-7	Games and Sports	৬ টি		
০৮	U-8	Likes and dislikes	৫ টি		
০৯	U-9	Climate Change	৫ টি		
		মোট শিখনফল	৪৫ টি		

৫.১.৩/গ. অষ্টম শ্রেণির ইংরেজি (ENGLISH FOR TODAY Class Eight)

ক্রমিক	ইউনিট /লেসন	শিরোনাম	শিখন ফলের সংখ্যা	নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের সাথে যুক্ত শিখনফল	নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ক্ষেত্র কিংবা না
০১	U- 1	A glimpse of our culture	৫ টি		*অষ্টম শ্রেণির ইংরেজি বই মোট ১০ টি ইউনিটে ৫৪ টি শিখনফল রয়েছে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০২	U- 2	Food and nutrition	৫ টি		
০৩	U-3	Health and hygiene	৬ টি		
০৪	U-4	Check your reference	২ টি		
০৫	U-5	Bangabandhu and Bangladesh	৫ টি		
০৬	U-6	Going on a foreign trip	৬ টি		
০৭	U-7	Different people, different occupations	৫ টি		
০৮	U-8	News! News! News!	৮ টি		
০৯	U-9	Things that have changed our life	৬ টি		
১০	U-10	The truthful dove	৬ টি		
		মোট শিখনফল	৫৪ টি		

৫.১.৩/ঘ. নবম-দশম শ্রেণির ইংরেজি (ENGLISH FOR TODAY Class Nine-Ten)

ক্রমিক	ইউনিট /লেসন	শিরোনাম	শিখন ফলের সংখ্যা	নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের সাথে যুক্ত শিখনফল	নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ক্ষেত্র কিংবা না
০১	U- 1	Father of a Nation	৪ টি		*নবম-দশম শ্রেণির ইংরেজি বই মোট ১৪*
০২	U- 2	Pastimes	৩ টি		

০৩	U-3	Events and Festivals	৩ টি		*টি ইউনিটে ৬৫ টি শিখনফল রয়েছে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় ব্যবহৃত ৭ ক্ষেত্রের সাথে সহায়ক নয়*
০৪	U-4	Are we aware?	৫ টি		
০৫	U-5	Nature and Environment	৭ টি		
০৬	U-6	Our Neighbours	৫ টি		
০৭	U-7	People Who Stand Out	৪ টি		
০৮	U-8	World Heritage	৪ টি		
০৯	U-9	Unconventional Job	৫ টি		
১০	U-10	Dreams	৫ টি		
১১	U-11	Renewable Energy	৪ টি		
১২	U-12	Roots	৭ টি		
১৩	U-13	Media and Modes of E-communication	৬ টি		
১৪	U-14	Pleasure and purpose	৩ টি		
		মোট শিখনফল	৬৫ টি		

৫.২. পাঠের মোট বিষয়বস্তু (contents) এর পরিমাণের মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক বিষয়বস্তুর সংখ্যাভিত্তিক তুলনা

৫.২.১. ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বই এর বিষয়বস্তু পাঠের উদ্দেশ্য বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক উপাদানের পরিমাণ গত বিশ্লেষণ একটি ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

ছক ১

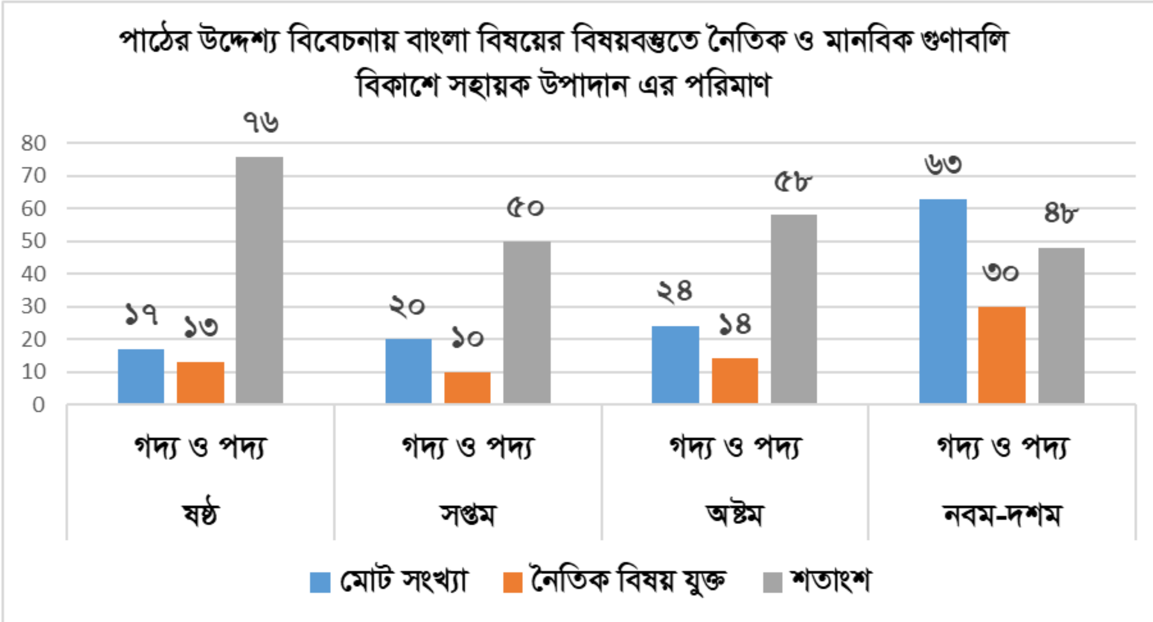

ছক ১ অনুযায়ী ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বই এর বিষয়বস্তুগুলোর পাঠের উদ্দেশ্য বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে যে, ষষ্ঠ শ্রেণিতে মোট গদ্য এবং কবিতা মিলে ১৭ টি বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট আছে এর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক বিষয়বস্তু রয়েছে ১৩ টি। শতাংশ হিসাবে যা ৭৬%। আবার সপ্তম শ্রেণিতে দেখা যাচ্ছে মোট ২০ টি বিষয়বস্তুর মধ্যে ১০ টি যার শাতাংশ হিসাব ৫০%। একইভাবে অষ্টম শ্রেণির মোট কনটেন্ট ২৪ টি এর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক বিষয়বস্তুর পরিমাণ ১৪ টি। এবং এর শতাংশ হিসাব ৫৮%। অন্যদিকে নবম-দশম শ্রেণিতে মোট বিষয়বস্তুর সংখ্যা ৬৩ টি আর এগুলোর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক বিষয়বস্তুর পরিমাণ ৩০ টি যার শতাংশ হিসাব ৪৮%। উপর্যুক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বই এ বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক বিষয়বস্তুর গড় হার ৫৮%। এ থেকে একথা নিশ্চয় বলা যায় যে ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বই এর বেশিরভাগ উপাদান শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক।

৫.২.২. ষষ্ঠ ধেকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বই এর অধ্যায় অনুযায়ী পাঠের শিখনফলগুলোর মধ্যে কী পরিমাণ শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক তা একটি ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

ছক ২

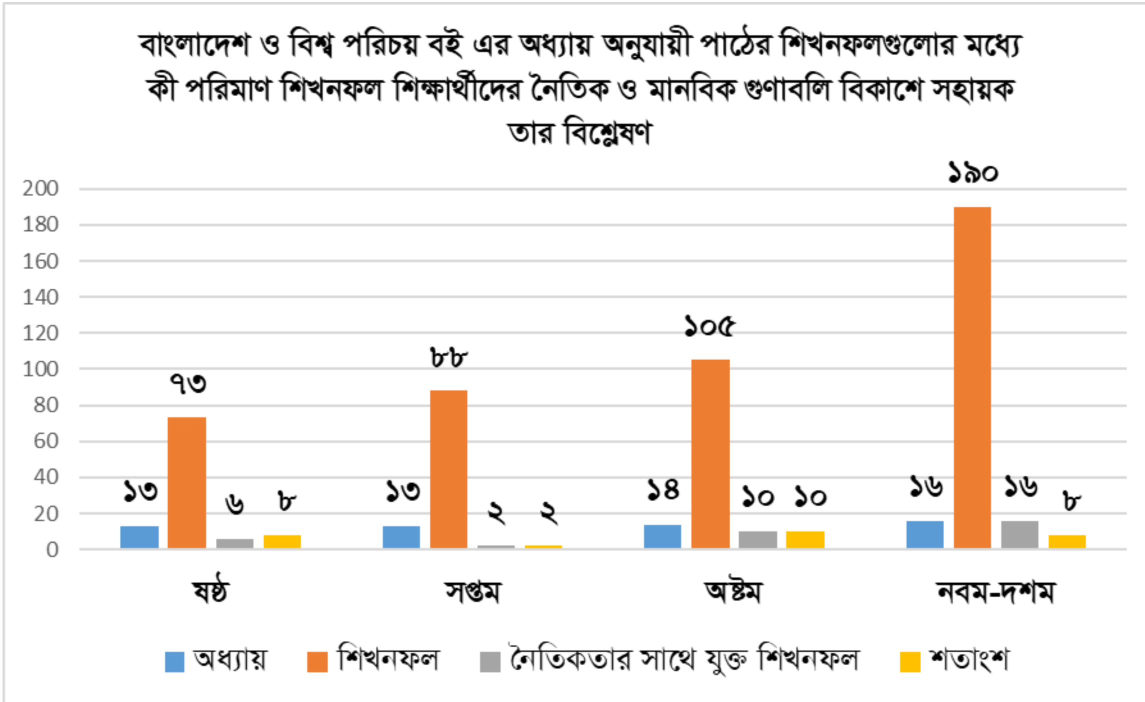

ছক ২ এ দেখা যাচ্ছে যে, ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইতে মোট ১৩ টি অধ্যায় রয়েছে। শিখনফল রয়েছে ৭৩ টি, এর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক শিখনফল মাত্র ৬ টি। শতাংশ হারে শিখনফলের হার ৮ শাতাংশ মাত্র। সপ্তম শ্রেণিতে মোট ১৩ টি অধ্যায়ে শিখনফল আছে ৮৮ টি। এর মধ্যে নৈতিকতা বিষয়ের সাথে যুক্ত শিখনফল আলে মাত্র ২ টি। আর এ সব শিখনফলের শতাংশ হার মাত্র ২ শতাংশ। অষ্টম শ্রেণি ১৪ টি অধ্যায়ে মোট শিখনফল ১০৫ টি, এর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক শিখনফল মাত্র ১০ টি। এর শতাংশ করলে এই হার হয় ১০ শতাংশ। অন্যদিকে নবম-দশম শ্রেণিতে ১৬ টি অধ্যায়ে মোট শিখনফল রয়েছে ১৯০ টি। আর এর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক শিখনফল মাত্র ১৬ টি। এর শতাংশ করলে দেখা যাচ্ছে যে, সেই হার মাত্র ৮ শতাংশ। ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বই এর শিখনফল পার্যালোচনা শেষে দেখা যাচ্ছে যে, খুব সামান্য পরিমাণ শিখনফলের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক।

৫.২.৩. ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির ইংরেজি পাঠ্যবই এর বিষয়বস্তুর শিখনফলগুলোর মধ্যে কী পরিমাণ শিখনফল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক তা একটি ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

ছক ৩

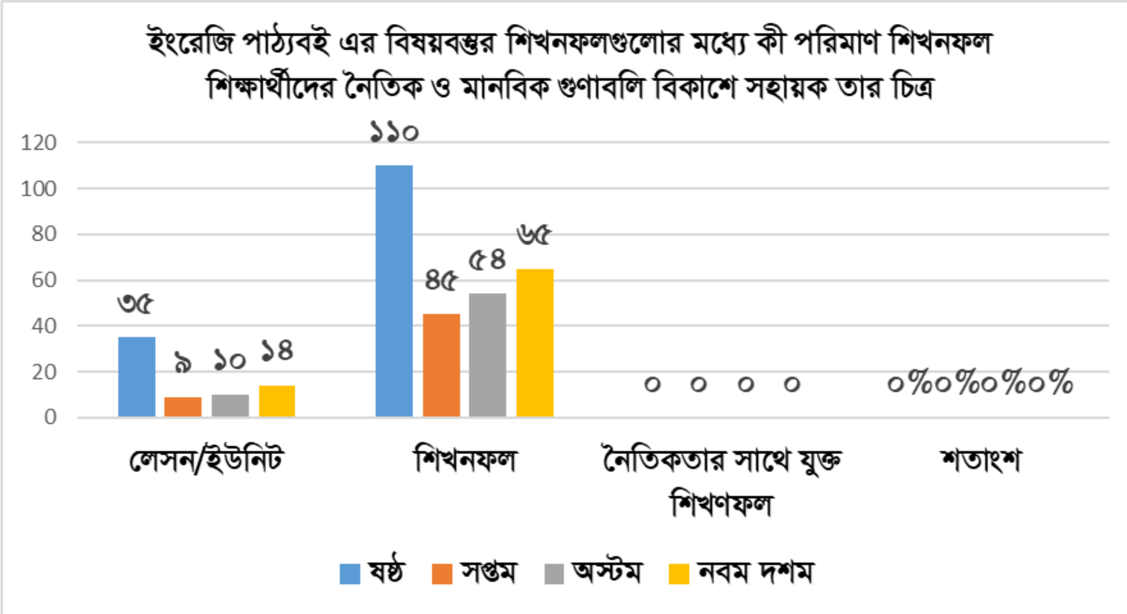

ছক ৩ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, ষষ্ঠ শ্রেণিতে মোট ৩৫ টি লেসনে ১১০ টি শিখনফল রয়েছে কিন্তু একটিও শিখনফল নেই যা শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক। একইভাবে সপ্তম শ্রেণিতে ৯ টি ইউনিটে শিখনফল ৪৫ টি। কিন্তু এখানেও একটিও শিখনফল নেই যা শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক। অস্টম শ্রেণিতে ১০ টি ইউনিটে মোট ৫৪ টি শিখনফল এবং নবম-দশম শ্রেণিতে ১৪ টি ইউনিটে মোট ৬৫ টি শিখনফল রয়েছে কিন্তু এখানেও একটিও শিখনফল নেই যা নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের পক্ষে যায়। এ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কিছু কিছু বিষয়বস্তুর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক উপাদন রয়েছে কিন্তু পাঠটির শিখনফল এমনভাবে লেখা হয়েছে তাতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সেই দিকে মনোযোগ না দিয়ে বরং পরীক্ষায় কিভাবে পাশ করা যায় সেই দিকে বেশি মনোযোগী হয়ে উঠেছে।

৫.৩. নৈতিক ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে ভূমিকা রাখছে সে বিষয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদগণের মতামত

৫.৩.১. নৈতিক ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে ভূমিকা রাখছে? ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে কি না? কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে নৈতিক ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণে করণীয় কী? এ সব বিষয় নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বিষয় শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা

এবং শিক্ষাবিদগণের সাথে ফোনে এবং সশরীরে উপস্থিত হয়ে আমরা আলাপ করেছি। এখানে বলে রাখা ভালো যে করোনা মহামারির মধ্যে বেশিরভাগ আলাপ হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায়। তথ্য সংগ্রহের জন্য কনভেনিয়েন্ট টেকনিক ব্যবহার করে ঢাকা, যশোর এবং ঝিনাইদহ জেলার মোট ২০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬০ জন শিক্ষক, ৪ জন শিক্ষা কর্মকর্তা এবং দুইজন শিক্ষাবিশেষজ্ঞ এর সাথে আলাপে যে যে বিষয় উঠে এসেছে সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

শিক্ষকদের মতামত নিম্নরূপঃ

ক. সমাজ জীবনে ঘুষ, দুর্নীতি, খুন, ধর্ষণ, অপরাধের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধির কারণ হিসেব প্রায় সকলেই এই মত দিয়েছেন যে, মানুষের নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয় এর অন্যতম কারণ। মূলত পরিবার থেকে নৈতিকতার চর্চা শুরু হয়। সেই পরিবারগুলোতেই আজ নৈতিকতার চর্চা নেই। শুধু পরিবার নয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোতেও আজকাল নীতি ও নৈতিকতার অভাব দেখা দিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের বাইরের কিছু না, এখানেও অনৈতিকতা ঢুকে পড়েছে। তাছাড়া ভালো উপদেশগুলো এখন আর তেমন কাজ করেছে না। বাস্তবতা আর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সমন্বয়হীনতা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা শহরের একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক তার অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। এখানে অংশগ্রহণকারির নাম উল্লেখ না করে তার অভিজ্ঞতার কথাটি সরাসরি তুলে দেয়া হলো: 'একদিন আমার এক শিক্ষার্থী আমাকে প্রশ্ন করলেন স্যার গতকাল আমি আমার ছোটো ভাইকে নিয়ে একটি কাজে বাইরে গিয়েছিলাম। আরো অনেক মানুষের সাথে আমরা যখন রাস্তা পার হচ্ছিলাম তখন আমার ছোটো ভাই আমার কাছে জানতে চায় মানুষজন কেন জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার না হয়ে অন্য জায়গা দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে? কিন্তু আমার বইতে লেখা রয়েছে রাস্তা পারাপারের সময় জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করতে হয়। স্যার আমার ভাই এর প্রশ্নের উত্তর কী হবে?'

খ. সমাজের সামগ্রীক নৈতিক স্খলনের দায় কাদের এ বিষয়ে সমাজের সদস্য হিসেবে যে কোনো পেশার মানুষের কম বেশি দায় রয়েছে বলে মনে করেন এই গবেষণায় অংশ নেয়া সকল সদস্য। তবে অনেকে মনে করেন শিক্ষক হিসেবে তাঁদের দায়টা একটু বেশি অন্যদের তুলনায়। তবে এ দায় ব্যক্তির তুলনায় রাষ্ট্রের এবং সমাজের বেশি এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ কেউ করেন নি। সমাজের অপরাপর পেশার মানুষের দায় রয়েছে। তবে পরিবারের দায় অনেকটা বেশি মনে করেন অনেকে।

গ. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের মাধ্যমে একজন দায়িত্বান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সুযোগ কেমন এ বিষয় মতামত দিতে গিয়ে তারা কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন মত দেন। সরকারি স্কুলের শিক্ষকগণ মনে করেন যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে কিন্তু বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকগণ মনে করেন সুযোগ নেই বললেই চলে। গবেষণায় অংশ নেয়া অনেক শিক্ষক মনে করেন যে, শিক্ষার্থীদের শিখতে সহায়তা করার পাশাপাশি তাদের শাসন করার অধিকার শিক্ষকদের থাকা দরকার। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার্থীরা দুষ্টুমী করলে বা অন্যায় করলে তাদের ভয় দেখানো বা শারীরিক শাস্তি দেয়ার অধিকার শিক্ষকদের নেই। এতে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় শিক্ষকদের আদেশ উপদেশ আমলে নেয় না। তাছাড়া শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না। মূলত বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা নির্ভর। শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করার বাইরে তেমন একটা সময় এবং ইচ্ছা শিক্ষকের থাকেনা।

ঘ. শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে আরো ভূমিকা রাখতে পারে সেই বিষয়ে মতামত দিতে গিয়ে অংশগ্রহণকরিরা বলেছেন যে, বিদ্যমান মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলগুলোর মধ্যে যে সব বৈষম্য রয়েছে তা দুর করতে হবে। সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের আর্থিক এবং সামাজিক নিরাপত্তা থাকলেও একজন বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা নেই বললেই চলে। ফলে একই ব্যবস্থায় এমন বৈষম্য রেখে মানবিক সমাজ নির্মাণ সম্ভব নয় বলে বেশিরভাগ শিক্ষক মনে করেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণের দিকে জোর দেয়ার কথা বলেছেন অনেকে।

ঙ. বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক এ রকম জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করেন কি না এই বিষয়ে একাধিক মতামত পাওয়া গেছে। কিছু শিক্ষক বলেছেন যে, শ্রেণিকক্ষে পাঠের আলোচ্য বিষয়টি আলোচনা করা ছাড়া তারা অন্য বিষয় আলোচনা করেন না এবং এমন সুযোগও নেই। আবার অল্প সংখ্যক শিক্ষক বলেছেন যে, পাঠ শুরুর আগে তারা কম বেশি ভালো কাজের অনুপ্রেরণা মূলক কথা বলে থাকেন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে। একই সাথে তারা এটাও বলেছেন যে, যেহেতু এগুলো পরীক্ষায় আসবে না তাই শিক্ষার্থীরা এতে তেমন আগ্রহ দেখায় না। অন্যদিকে কিছু শিক্ষক বলেছেন তারা প্রতিটি বিষয় পাঠ শুরুর আগে সমাজের ভালো মন্দ, নিজের ভালো মন্দ এ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তবে এ ক্ষেত্রে সবটাই থাকে পরীক্ষায় কিভাবে ভালো করা যায় সেই বিষয়ে অনুপ্রেরণামূলক আলোচনা। বেশিরভাগ শিক্ষক মনে করেন যে, শিক্ষকতা এখন আর মহৎ পেশা নেই। এটাও এখন টাকা বানাবার ব্যবসা ক্ষেত্র। শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করার থেকে শিক্ষকের মনোযোগ অধিক অর্থ উপার্জনের দিকে ঝোক বেশি। এই অবস্থা নৈতিক ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে মোটেই সহায়ক নয়।

চ. যাপিত জীবনে কিভাবে একজন শিক্ষার্থী নৈতিক ও মানবিক মানুষ হয়ে বেড়ে উঠতে পারে এবং করণীয় কী কী হতে পারে এ বিষয়ে মতামত দিতে গিয়ে অংশগ্রহণকারিগণ বলেন যে সমাজে নীতি ও নৈতিকতার চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষকসহ সকলের কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকতে হবে। অভিভাবকদের সন্তানদের প্রতি আরো মনোযোগী হতে হবে। শ্রেণিভিত্তিক পাঠের ক্ষেত্রে হাতে কলমে শিক্ষার্থীদের শেখার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষা কর্মকর্তার মতামত:

বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত শিক্ষা কর্মকর্তাগণ মনে করেন যে নৈতিকতার অবক্ষয় শুধু বাংলাদেই নয় বিশ্ব পর্যায়ে এই ক্ষয় দেখা দিয়েছে। তবে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সদাচার বা মোরাল এডুকেশন নামে একটি বিষয় যুক্ত করা দরকার। শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্ব প্রেক্ষিতেও এটা চালু করার সময় এসে গেছে বলে মনে কারেন এই গবেষণায় মতামত দেয়া শিক্ষা কর্মকর্তাগণ। এই সদাচার শিক্ষা সব বিষয়ের সাথে (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়) যুক্ত করা প্রয়োজন। অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দূর্বলতার জায়গা মূলত যোগ্য শিক্ষকের অভাব। নীতি-নৈতিকতা সম্পন্ন দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থায় ত্রুটির কারণে শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ সুবিধায় নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকের পক্ষে ভালো পাঠ পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না, ফলে নীতিবান মানুষ তৈরি হচ্ছে না। এর ফলে সমাজে অনৈতিক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অন্যায় বেড়ে যাচ্ছে। শুধু যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিলেই হবে না; এ সব শিক্ষকের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকেই কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ সেই বিষয়ে শিশুদের জন্য পাঠ্য থাকার বিষয়ে

মতামত দিয়েছেন। অন্যদিকে শিক্ষা প্রশাসন, কর্মকর্তা, রাজনীতি প্রভৃতির শাখার মধ্যে নীতির চর্চা বাড়াতে হবে। পারিবারিক পর্যায়েও নীতির চর্চা বাড়াতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতামত:
শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দূর্বলতা বিষয়ে মতামত দিতে গিয়ে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, বিদ্যালয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের পরিবেশ কতটুকু সহায়ক সেটা নিয়ে ভাবতে হবে। নৈতিকতার বিষয়টাতো শুধু কতকগুলো কথা নয় যে শিক্ষার্থীদের মুখস্ত করে দিলেই হলো। যেমন 'সদা সত্য কথা বলিব'। এটাতো প্রতিদিনের জীবনে চর্চা করার বিষয়। এখানে শিক্ষার্থীরা কিভাবে নৈতিক বিষয়গুলো জানবে এবং জীবনে চর্চা করবে সেই পরিবেশ থাকতে হবে। শিক্ষকের জন্য বিষয়টি কেমন হবে তা নিয়ে কাজ করতে হবে। শিক্ষাক্রমে কিছু বিষয় উল্লেখ করলেই হবে না এর প্রয়োগের বিষয়টি কিভাবে হবে তা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাক্রমের আইডিয়া থেকে ধারণা নিয়ে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। সেটি শ্রেণিতে কিভাবে পাঠ পরিচালিত হবে তার নির্দেশনা থাকতে হবে। এর মূল্যায়ন কিভাবে হবে সেটি ঠিক করতে হবে। যিনি পাঠ পরিচালনা করবেন তার বিষয়ে ভাবতে হবে। তাকে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই পেশায় যুক্ত করতে হবে। এটা দুই/এক বছরের পরিকল্পনা নয় ১৫/২০ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। তাহলে ইতিবাচক ফল পাওয়া সম্ভব হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.০. মতামত ও সুপারিশ

শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিক শীর্ষক গবেষণাকর্মটি করতে গিয়ে গবেষক দলের মিশ্র অনুভূতি হয়েছে। কখন মনে হয়েছে এইতো বেশ ব্যবস্থা আছে শিক্ষার্থীদের মানবিক গুণাবলি বিকাশের জন্য। আবার মনে হয়েছে যদি যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ

থাকে তাহলে সমাজের এই চিত্র হবে কেন? সমাজে অন্যায়, ঘুষ দুর্নীতি, খুন, রাহাজানি বেড়েছে। এ সব বিষয় ইঙ্গিত করে যে, মানবিক মানুষ, নৈতিক মানুষ তৈরি হবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তথা শিক্ষা ব্যবস্থায় কোথাও না কোথাও ত্রুটি রয়েছে। প্রথমেই আমরা ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইগুলো পর্যালোচনা করে দেখার চেষ্টা করেছি। বইগুলো পর্যালোচনা শেষে গবেষকদলের মনে হয়েছে এখানে যথেষ্ট পরিমাণ নৈতিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক বিষয়বস্তু রয়েছে কিন্তু পাঠের উদ্দেশ্য ভিন্ন রকম থাকায় বিষয়বস্তুগুলো শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে জোরালো ভূমিকা রাখতে পারছে না। এ বিষয়ে গবেষকদল যে সব সুপারিশ করছে তা নিম্নরূপ-

- **পাঠের উদ্দেশ্য বিশেষ করে যে সকল বিষয়বস্তুতে নৈতিক ও মানবিক বিষয় রয়েছে সেই পাঠগুলো পাঠের উদ্দেশ্য ও শিখন মূল্যায়নের জন্য যে সব অনুশীলনী প্রশ্ন দেয়া আছে সেগুলো অন্যভাবে লেখা যেতে পারে।**

  বাংলা বই (ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণি) এর ক্ষেত্রে

  উদাহরণ হিসেবে নবম-দশম শ্রেণির 'বাংলা সাহিত্য' পাঠ্যবই এর 'দেনাপাওনা' গল্পটি শেষে অনুশীলনী অংশে যে সব কর্ম-অনুশীলনী প্রশ্ন দেয়া আছে সেগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো। কর্ম-অনুশীলনী প্রশ্ন হিসেবে যে গুলো দেয়া আছে সেগুলো হলো-

  ১. যৌতুক প্রথার কুফলগুলো লিখে একটি তালিকা তৈরি কর।

  ২. তোমার জানা যৌতুক প্রথার শিকার কোনো মেয়ের কাহিনি লেখ।

  ৩. 'যৌতুক গ্রহণ করা উচিৎ নয়' - কথাটির সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে একটি প্রবন্ধ লেখ।

  এখানে শিক্ষার্থীদের আচরণের পরিবর্তন সাধনের জন্য যে তিনটি কর্ম-অনুশীলনী প্রশ্ন দেয়া হয়েছে সেগুলো সাধারণ ভাবে খেয়াল করলে দেখা যাচ্ছে যে, এই প্রশ্নগুলো দেয়া হয়েছে মূলত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নামক এক মহাব্যবস্থায় পাস-ফেল এর বিষয়টি বিবেচনা করে। এখানে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন আনয়নে যাপিত জীবনের বাস্তবতার সাথে সংযোগ ঘটানোর চেষ্টা করা হয় নি। পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে তাহলে সে যৌতুকের কুফলগুলো লিখতে পারবে, আবার যৌতুকের শিকার এমন মেয়ের করুণ পরিনতি লিখতে পারবে কিংবা এ্ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ কিভাবে লিখতে হয় তাও পারবে। অন্যভাবে বললে এগুলো কিভাবে লিখতে হয় তা শিক্ষা ব্যবস্থা তথা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে শিখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এই গল্পটি পাঠের মাধ্যমে পরীক্ষায় পাসের উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি আরো কর্ম-অনুশীলনী প্রশ্ন থাকতে পারতো, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী যাপিত জীবনে যৌতুক প্রথা বন্ধের জন্য পরিবারে ও সমাজে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখতে পারতো। সেই কর্ম-অনুশীলনী প্রশ্নটি হতে পারতো এমন- ***এখন থেকে শিক্ষার্থী পরিবারিক ও সামাজিক জীবনে যৌতুক প্রথা বন্ধে জনমত গড়ে তোলার কাজে নিজেকে যুক্ত করবে এবং পরিণত বয়সে বিবাহের সময় সে নিজে যৌতুক গ্রহণ করবে না***। ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবইগুলোতে এমন আরো অনেক গল্প রয়েছে যেগুলো পাঠের উদ্দেশ্য কিংবা কর্ম-অনুশীলনী প্রশ্ন নিয়ে পুনর্বার ভাববার সুযোগ রয়েছে।

- **শিখনফলগুলো প্রধানত লেখা হয়েছে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় পাস ফেল নির্ধারণের বিষয়টি মাথায় রেখে। এক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ বা চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণ জাতীয় শিখনফল লেখার সুযোগ রয়েছে।**

  ইংরেজি বই (ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণি) এর ক্ষেত্রে

  ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণিতে ইংরেজি বইতে মোট শিখনফল দেয়া আছে ২৭৪ টি। কিন্তু অত্যন্ত দু:খের বিষয় এই যে, একটিও শিখনফল নেই যা শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক

গুণাবলি বিকাশে সহায়ক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আসলেই কি তাই কোনো বিষয়বস্তু নেই যা দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করা যায়? নিশ্চয় আছে । কিন্তু শিখনফলগুলো শুধু পরীক্ষা ব্যবস্থা মাথায় নিয়ে লেখা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে সপ্তম শ্রেণির ইংরেজি (English for Today) পাঠ্যবই এর Unit Five এর Great Women to Remember গদ্যটির শিখনফল এবং যে সব কর্ম-অনুশীলনী প্রশ্ন দেয়া আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো। এখানে ৬ টি শিখনফল দেয়া আছে সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক এবার

1. ask and answer questions
2. talk about people
3. read and understand text
4. write answer to questions
5. write short paragraphs and compositions
6. understand and enjoy stories, poems and other text materials

খুবই পরিতাপের বিষয় যে মোট ৬ টি শিখনফলের মধ্যে ১ টি শিখনফল নেই যা শিক্ষার্থীর নৈকিত ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করতে পারে। অন্যদিকে যে সব প্রশ্ন এই গদ্যগুলোতে দেয়া রয়েছে সেখানেও শিক্ষার্থীদের মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক কোনো প্রশ্ন দেয়া নেই। **তাই এ কথা নিশ্চয় বলা যায় যে শিক্ষার্থীদের শুধু পরীক্ষায় পাস করার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে স্কুলে কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে এই জ্ঞানগুলো ব্যবহারের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় কম।** অথচ এই ইউনিটে যে সব মহিয়সী নারীর কর্ম ও জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের এই সব মহান নারীদের কর্ম ও সৃজনের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি জীবনে এদের অনুসরণ করার প্রতি আগ্রহী করে তোলার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বই (ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণি) এর ক্ষেত্রে

গবেষক দল বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইগুলো পর্যালোচনা করে ইংরেজির মতো প্রায় কাছাকাছি চিত্র দেখতে পেয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইগুলোতে মোট ৪৫৬ টি শিখনফল উল্লেখ করা আছে কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ৩৪ টি শিখনফল আছে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক। কিন্তু বইগুলোতে আরো অনেক বিষয়বস্তু রয়েছে যেখানে শিক্ষনফল অন্যভাবে লেখা যেতো এবং সেগুলো শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক হতো। উদাহরণ হিসেবে সপ্তম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বই এর সপ্তম অধ্যায়ের 'বাংলাদেশের জলবায়ু' পাঠটির কথা উল্লেখ করা হলো। এখানে মোট ৫টি শিখনফল দেয়া আছে। সেগুলো হলো-

১. বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে;
২. বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পরবে;
৩. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বিভিন্ন দুর্যোগ যেমন- ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, শৈতপ্রবাহ, টর্নেডো, কাল বৈশাখী প্রভৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে;
৪. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে;
৫. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপরের সবগুলো শিখনফল লেখা হয়েছে শিক্ষার্থীর পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে। আর সে কারণে সবগুলোতেই বলা হয়েছে ব্যাখ্যা করতে পারবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলে ব্যাখ্যা করতে পারবে, এটা দোষের কিছু না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্র

বা চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা হয় নি এখানে। সেই সুযোগ এই পাঠে ছিলো। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় যাপিত জীবনে ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষার্থীদের করণীয় কী কী সেই বিষয়ে সচেতন করার পাশাপাশি তাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তন রক্ষায় প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে সক্রিয় কর্মী হিসেবে গড়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করা যেতো। শুধু শিখনফল ভিন্নভাবে লেখার মাধ্যমে এই কাজটি করা সম্ভব। যেমন একটি শিখনফল হতে পারতো এমন ***''জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় উদ্যোগ (বৃক্ষ রোপন ও বৃক্ষ রক্ষা) গ্রহণের প্রবনতা বৃদ্ধি পাবে"*** ।

- **সরকারি, এমপিও ভুক্ত এবং বেসরকারি বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য কমাতে হবে। বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য পুষে রেখে দেশের সব শিক্ষার্থীদের মাঝে সমভাবে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ নিশ্চিত করা যাবে না। বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত বেসরকারি নির্ভর। এখানে খুব অল্প সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে।**
- **বিদ্যালয়ের পরিবেশ নৈতিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক কিনা সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।**
- **শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়ার অনুসরণ করতে হবে।**
- **বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় শিক্ষানুরাগী এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে হবে।**
- **শুধু পরীক্ষার মাধ্যমে নম্বর দিয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান যাচাই প্রক্রিয়া থেকে বের হয়ে শিক্ষার্থীর সারা বছরের ভালো ও মন্দ কাজসমূহকেও মূল্যায়ন ব্যবস্থায় যুক্ত করতে হবে।**
- **সমাজের অপরাপর মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজের পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য।**
- **শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে।**

সংযুক্তি -১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

www.naem.gov.bd

শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা
ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেনির (বাংলা, ইংরেজি ও বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা চেকলিস্ট

বিষয়: বাংলা   শ্রেণি: ....

বিষয়বস্তুর ধরণ	মোট কতটি	নৈতিকতা/মানবিকতা সর্ম্পকীয় কতটি	নৈতিকতা/মানবিকতা সর্ম্পকীয় বিষয়ের বিবরণ (শিরোনাম এবং অন্যান্য)	মন্তব্য
			১. ২. ৩. ৪. ৫.	
			১. ২. ৩. ৪. ৫.	
			১. ২. ৩. ৪. ৫.	

নায়েম এর সহায়তায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে পরিচালিত 'শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা' শীর্ষক গবেষাণা কাজে ব্যবহৃত তথ্যসংগ্রহের উপকরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

www.naem.gov.bd

শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা
ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেনির (বাংলা, ইংরেজি ও বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা চেকলিস্ট

বিষয়: ইংরেজি   শ্রেণি: ....

বিষয়বস্তুর ধরণ	মোট কতটি	নৈতিকতা/মানবিকতা সম্পর্কীয় কতটি	নৈতিকতা/মানবিকতা সম্পর্কীয় বিষয়ের বিবরণ (শিরোনাম এবং অন্যান্য)	মন্তব্য
			১. ২. ৩. ৪. ৫.	
			১. ২. ৩. ৪. ৫.	
			১. ২. ৩. ৪. ৫.	

নায়েম এর সহায়তায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে পরিচালিত 'শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা' শীর্ষক গবেষাণা কাজে ব্যবহৃত তথ্যসংগ্রহের উপকরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।
www.naem.gov.bd

শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা
ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেনির (বাংলা, ইংরেজি ও বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা চেকলিস্ট

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শ্রেণি: ....

বিষয়বস্তুর ধরণ	কতটি অধ্যায়	নৈতিকতা/মানবিকতা সর্ম্পকীয় কতটি	নৈতিকতা/মানবিকতা সর্ম্পকীয় বিষয়ের বিবরণ (শিরোনাম এবং অন্যান্য)	মন্তব্য
			১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. ৮. ৯. ১০. ১১. ১২. ১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০.	

নায়েম এর সহায়তায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে পরিচালিত 'শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা' শীর্ষক গবেষাণা কাজে ব্যবহৃত তথ্যসংগ্রহের উপকরণ

সংযুক্তি -২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

www.naem.gov.bd

শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা

মোবাইল ফোনে এফজিডি তথা আলাপের তথ্য সংরক্ষণ ফরম

ক. অংশ (ব্যক্তিগত পরিচিতি)

নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা	যোগাযোগ	তারিখ

খ, অংশ (আলোচ্য বিষয়

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	মতামত
০১	বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পেশাগত জীবনে আপনারা কেমন আছেন	
০২	প্রতিদিন খবরে কাগজ কিংবা রেডিও টিভি খুললেই খুন, ধর্ষণ, ঘুষ দুর্নীতির খবরে ছড়া ছড়ি এই বিষয়টাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন? কেন এমনটি হচ্ছে	
০৩	শিক্ষক হিসেবে আমাদের কি কোনো দায় আছে	
০৪	আমরা কি আমাদের শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের মাধ্যমে একজন দায়িত্বান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করার সুযোগ পাচ্ছি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায়	
০৫	নৈতিক ও মানবিক সমাজ বির্নিমাণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তথা মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু করণীয় আছে কী	

০৬	আপনারা শিক্ষক হিসেবে নানা ধরেনর প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে থাকেন যেমন শুদ্ধাচর বিষয়ক প্রশিক্ষণ। এই জাতীয় প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান বা চর্চার বিষয়টি আপনারা শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন কি না? অথবা শিক্ষার্থীদের সাথে এ বিষয়গুলো নিয়ে আলাপের বিষয়ে আপনাদের মতামত দিন	
০৭	শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশ এবং ব্যক্তি জীবনে এর চর্চার ক্ষেত্রে কী কী করণীয় বলে আপনারা মনে করেন	

নায়েম এর সহায়তায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে পরিচালিত 'শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা' শীর্ষক গবেষাণা কাজে ব্যবহৃত তথ্যসংগ্রহের উপকরণ

সংযুক্তি -৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

www.naem.gov.bd

শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা

শিক্ষা কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞের সাথে আলাপের সম্ভাব্য প্রশ্নমালা

১. বর্তমান সময়ের আলোকে এ কথা নিশ্চয় বলা যায় যে, আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথেষ্ঠ পরিমান নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটছে না। প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমনটি হচ্ছে? আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার কোথাও কী কোনো দুর্বলতা আছে? এ বিষয়ে আপনার মতামত আশা করছি।
২. যদি সুনির্দিষ্ট করে বলেন মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের দুর্বলতা আসলে কোনগুলো?
৩. এই দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের কী কী করণীয় রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক কোন ধরনের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক বলে আপনি মনে করেন।
৫. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকালে আরো কী কী করা দরকার বলে আপনার মনে হয় তা যদি একটু বলতেন।

আমাকে সময় দেবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।

গ্রন্থপঞ্জি

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, (২০১০), *জাতীয় শিক্ষানীতি* ২০১০, ঢাকা
২. আহছানউল্লা (র.), খানবাহাদুর, এবং অধিকারি, অচ্যুতনাথ, (১৯১৫), *টিচার ম্যানুয়াল*, (প্রথম প্রকাশ). ঢাকা
৩. গণসাক্ষরতা অভিযান, (২০১৮), *এডুকেশন ওয়াচ ২০১৭: বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষায় উজ্জীবন*, ঢাকা
৪. সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন, (জানুয়ারি ২০১৯), *নৈতিক শিক্ষা দিনলিপি*, ঢাকা
৫. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (নভেম্বর ২০২০), *চারুপাঠ*, ষষ্ঠ শ্রেণি, (৩য় পরিমার্জিত সংস্করণ), ঢাকা

৬. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (নভেম্বর ২০২০), *সপ্তবর্ণা*, সপ্তম শ্রেণি, (৩য় পরিমার্জিত সংস্করণ), ঢাকা
৭. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (নভেম্বর ২০২০), *সাহিত্য কণিকা*, অষ্টম শ্রেণি, (দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ), ঢাকা
৮. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (নভেম্বর ২০২০), *বাংলা সাহিত্য*, নবম-দশম শ্রেণি, (৩য় পরিমার্জিত সংস্করণ), ঢাকা
৯. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (নভেম্বর ২০২০), *বাংলাদেশ ও বশ্বপরিচয়*, ষষ্ঠ শ্রেণি, (২য় পরিমার্জিত সংস্করণ), ঢাকা
১০. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (নভেম্বর ২০২০), *বাংলাদেশ ও বশ্বপরিচয়*, সপ্তম শ্রেণি, (তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ), ঢাকা
১১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (নভেম্বর ২০২০), *বাংলাদেশ ও বশ্বপরিচয়*, অষ্টম শ্রেণি, (দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ), ঢাকা
১২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (নভেম্বর ২০২০), *বাংলাদেশ ও বশ্বপরিচয়*, নবম-দশম শ্রেণি, (তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ), ঢাকা
১৩. National Curriculum and Textbook Board, (November 2020), *ENGLISH FOR TODAY*, Class Six, (2nd revised ed), Dhaka
১৪. National Curriculum and Textbook Board, (2020), *ENGLISH FOR TODAY*, Class Seven, (2nd revised ed), Dhaka
১৫. National Curriculum and Textbook Board, (2020), *ENGLISH FOR TODAY*, Class Eight, (2nd revised ed), Dhaka
১৬. National Curriculum and Textbook Board, (2020), *ENGLISH FOR TODAY*, Classes Nine-Ten, (2nd revised ed), Dhaka
১৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, (আক্টোবর ২০১২), *সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল'*, ঢাকা

সমাপ্ত